



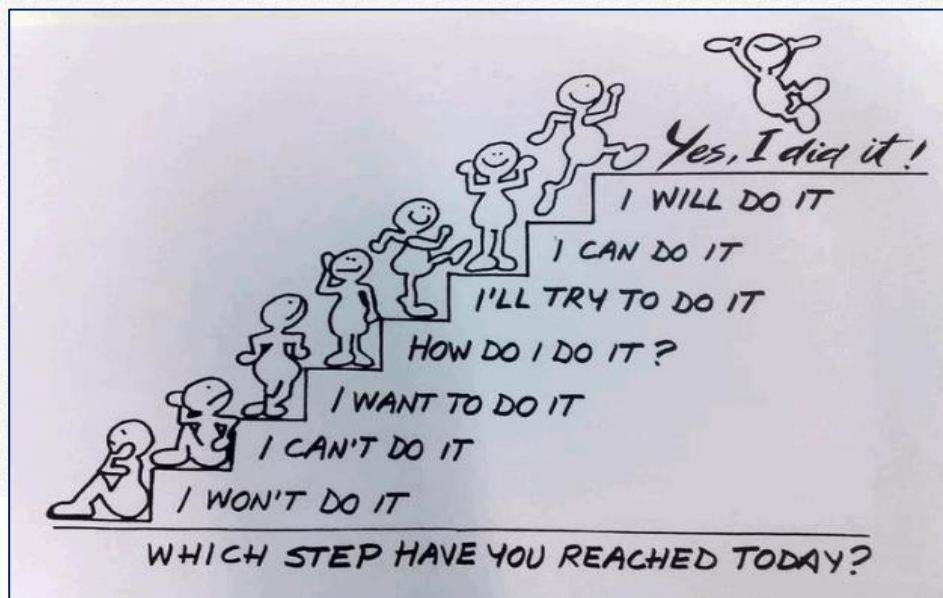
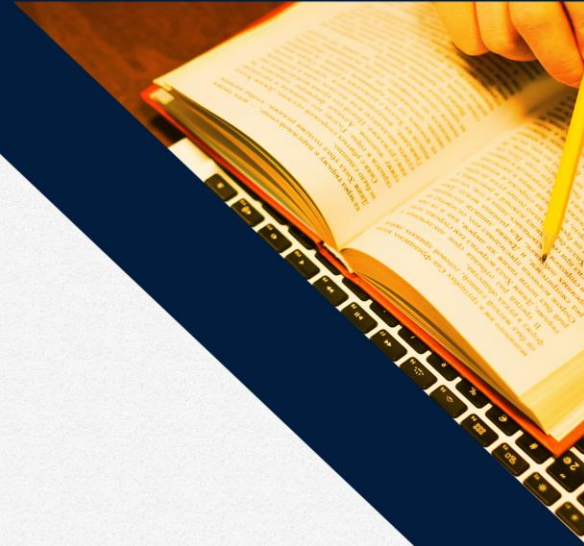
teachinn's.com
Text with Technology

UGC-NTA NET/SET/JRF-JUNE 2020

PAPER- II

BENGALI

CODE: 19



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI

CODE:19

UNIT- VIII রবীন্দ্র সাহিত্য SYLLABUS	
Sub unit - I	১. কাব্য ১.১ চিত্রা ১.২ পুনশ্চ ১.৩ নবজাতক
Sub unit - II	২. উপন্যাস ২.১ - ঘ-র বাই-র ২.২ - চতুরঙ্গ
Sub unit - III	৩. ছা-টাগল্প নিশীথে, দুরাশা, জ্বর পত্র, হৈমন্তী, ল্যাব-রটরি
Sub unit - IV	৪.নাটক ৪.১ অচলায়তন ৪.২ মুক্তধারা
Sub unit - V	৫. প্রবন্ধ ৫.১- মঘদূত ৫.২- ছ-লভুলা-না ছড়া - ১ ৫.৩- বঙ্কিমচন্দ্র ৫.৪- সাহি-ত্যর তাৎপর্য ৫.৫- তথ্য ও সত্য ৫.৬- বাস্তব ৫.৭- সাহি-ত্য নবত্ব ৫.৮- আধুনিক কাব্য ৫.৯- মনুষ্য ৫.১০- নরনারী ৫.১১- পল্লীপ্রকৃতি - ১
Sub unit - VI	৬. জাপানযাত্রী
Sub unit - VII	৭. জীবনস্মৃতি

১.১ - চিত্রা

রবীন্দ্রনাথ জীবন-র সর্বভূমির কবি। তিনি মন - প্রাণ চিন্তায় - কর্ম দুঃখ-সুখ জীবন - মরন সমান দৃষ্টি দিয়ে জীবন-ক নিয় - ভব-ছন। বাংলা সাহিত্য-র প্রত্যেকটি ধারায় তিনি অনন্য বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্য-র পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পঁয়তাল্লিশটির বেশি কাব্যরচনা করেছেন। এই কাব্যরচনার ক্রমবিকাশের পথে একটি বিশেষ যুগ হল ‘চিত্রা’ র যুগ। যা আমাদের আলাচ্য বিষয়।

‘কড়ি ও -কামল’ কাব্যগ্রন্থ-র প্রকাশ-র ঠিক চার বছর পর কাব্য রবীন্দ্র প্রতিভার বিশেষ বিচ্ছুরন এল -সই বিশেষ প্রতিভার উন্মেষ ও যুগ। তিনটি -শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করল - ‘চিত্রা’ (১৮৯৩) ‘মানসী’ (১৮৯০) ও ‘সোনার তরী’ (১৮৯৩)। কাব্য -সৌন্দর্য ব্যাকুলতা ও বিশুদ্ধ -সৌন্দর্য -বা-ধর প্রতি আকাঙ্ক্ষা, এবং রহস্যমর আবেদন ‘চিত্রা’ কাব্যে এসে একটা পূর্ণতা ও বিরাম লাভ করেছে। ‘চিত্রা’ কাব্যে রূপের সঙ্গে অরূপভাবুকতার মিশ্রণ ঘটেছে। ‘চিত্রা’ তেই প্রথম বোঝা যায় কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখে ধাবমান।

মানস সুন্দরীর অপার্থিব প্রেমের টানে কবি নিরুদ্দেশ যাত্রায় (‘সোনার তরী’) বাহির হলেও কবি -সই রহস্যময়ীর আবরণ উন্মোচনে সক্ষম হননি। কিন্তু ‘চিত্রা’ কাব্যে তার স্বরূপ উন্মোচনে স্পষ্টত সক্ষম হয়েছেন। ‘সোনার তরী’ র সেই বিমূর্ত (Abstract) নারীমূর্তি ‘চিত্রা’ য় এসে কবিকে ‘জীবন দেবতা’ রূপে ধরা দিয়েছে। এই জীবন দেবতা আমাদের ধর্মশাস্ত্র-র ঈশ্বর নন। এ বিষয় বিশিষ্ট সমালাচক বল-ছেন ---

“ চিত্রার পর্যায়ে একটি সর্বোত্তমুখী পূর্ণতাবোধ থেকেই ‘ জীবনদেবতা ’

শ্রেণীর কাব্যের উৎপত্তি। জীবনদেবতা - দর্শন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে কবির আত্ম - স্বরূপ আবিষ্কার ”।

[রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় :-

ডঃ ক্ষুদ্রিরাম দাস]

অর্থাৎ এই জীবন-দেবতা কবি সৃষ্ট একান্তভাব-বই তাঁর অধি-দেবতা। কবি উপলব্ধি ক-র-ছেন তাঁর কবিতা এমন শিল্পগুণান্বিত হয়ে ওঠে যে যা তার পরিমিত শক্তিতে ও সচেতন প্রয়াসে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব নয়। কোনো এক ‘অন্তর্যামী’ তাঁ-ক দিয়ে এই অসাধ্যসাধন করি-য় -নয়। কবি এই ‘অন্তর্যামী’-কই ‘জীবন-দেবতা’ নাম অভিহিত ক-র-ছেন। ‘সোনার তরী’র মানসসুন্দরী ‘চিত্রা’ কাব্যে জাগতিক উপলব্ধিতে বিচিত্র রূপিনী রূপে ধরা দিয়েছেন। কবির অন্তর্মুখী উপলব্ধিতে হয়ে উঠ-ছেন তিনিই ‘জীবন-দেবতা’।

‘চিত্রা’ কাব্যের কবিতাগুলি ১৩০০ থেকে ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত দুই সময় কালের মধ্যে রচিত। অধিকাংশ কবিতায় লি-খছি-লন রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপা-র, পতিসর - শিলাইদহ, রামপুর ও জোড়া সাঁকোতে। একমাত্র ‘সুখ’ কবিতাটি এই সময়কালের পূর্বে ১৩ চৈত্র, ১২৯৯ বঙ্গব্দে রচিত। কবিতাটি প্রথমে “সোনার তরী” (১৮৯৩) কাব্যে প্রকাশিত হয়। পরে ‘চিত্রা’ কাব্যে সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম প্রকাশ কালে কবিতার সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশ (৩৫)। পরে সংস্করন ক-র কাব্যগ্রন্থাবলী রূ-প যখন প্রকাশ হল তখন কবিতা সংখ্যা দাঁড়াল সাতচল্লিশ টি।

তবে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে ‘চিত্রা’ স্বতন্ত্র কাব্য রূপে প্রথম প্রকাশে ৩৫ টি কবিতাকে সম্বল করেই প্রকাশিত হয় পরে কাব্যগ্রন্থাবলী সংস্করনে গৃহীত চারটি কবিতা ‘স্নেহস্মৃতি’ ‘নববর্ষে’, ‘দুঃসময়’ ও ‘ব্যাঘাত যুক্ত হয়’। কিন্তু ‘ব্রাহ্মণ’, ‘পুরাতন ভূত’ ও ‘দুইবিঘা জমি’ নামাঙ্কিত তিনটি কবিতা বর্জিত হয়। রচনাবলী সংস্করনে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় (৩৫+৪-৩) = ৩৬টি। বিশ্ভারতী -থ-ক প্রকাশিত গ্রন্থ সংস্করন বর্জিত কবিতা তিনটি পুনরায় গৃহীত হয় কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ টি।

চিত্রা কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (৪র্থ খন্ডে) পাঁচটি গুচ্ছে সাজিয়েছেন।

কাহিনী

(১) এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি হল ‘ব্রক্ষণ’, ‘পুরাতন ভূত’ ও দুই বিধা জমি’---

চিত্রা

এই গুচ্ছের কবিতাগুলিতে কবিহৃদয়ের প্রশান্তি প্রেম ও সৌন্দর্য কল্পনা জীব ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে একসাথে মিল-ছ। ‘সুখ’ ‘জ্যোৎস্নারাত্রি’ ‘প্রেমের অভিষেক’, ‘সন্ধ্যা’, ‘পূর্ণিমা’ ‘উর্বশী’, ‘সান্ত্বনা’, ‘দিনশেষে’ ‘বিজয়ানী’ ‘প্রস্তরমূর্তি’ ‘নারীর দান’ ‘রাত্রি ও প্রভাতে’ ‘প্রৌঢ়’ ও ‘ধূলি’।

স্বীকৃতি

গুচ্ছ পড়ে ‘এবার ফিরাও মোরে’ ‘মৃত্যুর পরে’, ‘সাধনা’, ‘শীতে ও বসন্তে’, ‘নগর সঙ্গীত’ ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ ‘গৃহশত্রু’, ‘মরীচিকা’ ‘১৪০০ সাল’ ও ‘দুরাকাক্ষা’।

অন্ত্যমী

গুচ্ছ পড়ে ‘চিত্রা’, ‘অন্ত্যমী’ ‘উৎসব’।

জীবন-দেবতা

গুচ্ছ পড়ে ‘আবেদন’ ‘শেষ উপহার’ ‘জীবনদেবতা’ ‘নীরব তন্ত্রী ও ‘সিক্কুপারে’।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মন্তব্য

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশ কাল ১১ মার্চ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ (২৯ -শ ফাল্গুন -১৩০২ বঙ্গাব্দ)

২) চিত্রা গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি।

৩) ‘চিত্রা’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সুখ’ কবিতাটি প্রথমে ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। পরে ‘চিত্রা’ কাব্যে গৃহীত হয়। ‘সুখ’ কবিতাটি নিয়েই ‘চিত্রা’ কাব্যের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫।

৪) “কাব্যকলার ক্রমবিকাশের পথে চিত্রা হল সেই উচ্চভূমি যেখানে সমস্ত পথ, একটা স্থিরত্ব ও সংহতি লাভ করেছে, যেখানে উচ্চতা পূর্ণতা ও বিরাম, এবং যেখান থেকে দেখা যায় যে পথ বহুদূরে অনন্তে গিয়ে মিশেছে। চিত্রাতেই সর্বপ্রথম বোঝা গেল যে কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখ ধাবমান”। (ক্ষুদীরাম দাস। রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়)

৫) ‘জগতে বিচিৎরুপিনী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুই-ই সত্য, আকাশ এবং ভূতল-ক নি-য় ধরনী-যমন সত্য। এই দুই সত্য একত্র হয়েছে চিত্রা কাব্যে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৬) “চিত্রাতে কবির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বৃক্ষ -- জীবন-র মত দুইদিক-প্রসার লাভ করি-ত-ছ একদিক-তাহা আপন ব্যক্তিত্বের নব নব দ্বার উন্মোচন করিতেছে, অপরদিকে বিশ্বকে নানা দিক হইতে সমাজ, রাজনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব -- নানাভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে”।

(প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ)

৭) “ধর্মশা-স্ত্র যাহা-ক ঈশ্বর ব-ল তিনি বিশ্ব -লা-কর আমি তাঁহার কথা বলি নাই ; তিনি বি-শেষ রূ-প আমার , অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার , আমার সমস্ত জগৎ সংসারে সম্পূর্ণরূপে যাহার দ্বারা আচ্ছন্ন , যিনি আমার অন্তরে এবং যাহার অন্ত-র আমি, যাহা-ক ছাড়া আমি কাহা-কও ভা-লাবাসি-ত পারি না , যিনি ছাড়া আর -কহ এবং কিছুই আমা-ক আনন্দ দিতে পারে না । চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে ।

(প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ)

৮) “সমস্ত ভা-লাবাসা সমস্ত -সৌন্দর্য আমি যাহা-ক খন্ড খন্ড ভা-ব স্পর্শ করি-তছি যিনি বাহি-র নানা এবং অন্ত-র এক , যিনি ব্যাপ্তভা-ব সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীরভা-ব আনন্দ, চিত্রা গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি”।

(প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ)

৯) “-য অমূর্ত নিরাকার ভাবময় -সৌন্দর্য সমস্ত আকা-রর ম-ধ্য , মূর্তির ম-ধ্য, বিশ্ব প্রকৃতির ম-ধ্য প্রতিফলিত -প্রতিভাত প্রতিস্মৃত হই-ত-ছেন তাঁহারই বন্দনা এই চিত্রা কবিতা ”---

(চারুচন্দ্র ব-ন্দোপাধ্যায় --রবিরশ্মী)

১০) গ্রন্থাগারে প্রকাশের পূর্বে ‘চিত্রা’ কাব্যের ১৫ টি কবিতার মধ্যে সাধনাতেই প্রকাশিত হয় ১৪ টি । একটিমাত্র কবিতা ‘স্নেহস্মৃতি ভারতী ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।



teachinns
Text with Technology

১. ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত ও বর্জিত সমস্ত কবিতার নাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশকাল প্রকাশস্থান-দওয়া হল-

ক্রমিক	কবিতারনাম	রচনাকাল	রচনাস্থান	পত্রিকায় প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশ কাল
১.	চিত্রা	১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২	সাজাদপুর (?)	---	---
২.	সুখ	১৩ চৈত্র, ১২৯৯	রামপুর -বায়ালিয়া	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০
৩.	জ্যোৎস্না রাত্রে	রাত্রি, ৫-৬ মাঘ ১৩০০	---	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২
৪.	-প্র-মর অভি-ষক	১৪ মাঘ, ১৩০০	-জাড়াঙ্গী-কা	সাধনা	ফাল্গুন, ১৩০০
৫.	সন্ধ্যা	৯ ফাল্গুন, সন্ধ্যা ১৩০০	পতিসর	সাধনা	মাঘ ১৩০০
৬.	এবার ফিরাও -মা-র	২৩ ফাল্গুন ১৩০০	রামপুর -বায়ালিয়া	সাধনা	চৈত্র, ১৩০০
৭.	-স্নহ-স্মৃতি	বর্ষ-শষ ১৩০০	-জাড়াঙ্গী-কা	ভারতী	কার্তিক, ১৩০২
৮.	নববর্ষ	নববর্ষ ১৩০১	-জাড়াঙ্গী-কা	সাধনা	বৈশাখ, ১৩০১
৯.	দুঃসময়	৫ বৈশাখ ১৩০১	-জাড়াঙ্গী-কা	----	----
১০.	মৃত্যুরপ-র	৫ বৈশাখ ১৩০১	-জাড়াঙ্গী-কা	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২
১১.	ব্যাঘাত	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২	-জাড়াঙ্গী-কা	----	----
১২.	অন্তর্যামী	ভাদ্র ১৩০১	শিলাইদহ	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০
১৩.	সাধনা	৪ কার্তিক ১৩০১	শান্তিনি-কতন	সাধনা	অগ্রহায়ণ, ১৩০১
১৪.	শী-ত ও বস-ন্ত	১৮ আষাঢ় ১৩০২	সাজাদপু-রর কুঠিবাড়ি	সাধনা	শ্রাবণ, ১৩০২
১৫.	নগরসংগীত	---	---	সাধনা	ভাদ্র-কার্তিক, ১৩০২
১৬.	পূর্ণিমা	১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩০২	শিলাইদহ (-বা-টরম-ধ্য)	---	---
১৭.	আ-বদন	২২ অগ্রহায়ণ ১৩০২	জলপ-থ (শিলাইদহ- অভিমু-খ)	---	---

১৮.	উর্বশী	২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২	জনপ-থ (শিলাইদহ- অভিমু-থ)	---	---
১৯.	স্বর্গহই-ত বিদায়	২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২০.	দিন-শ-ষ	২৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২১.	সান্ত্বনা	২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২২.	-শষ উপহার	১ -পৌষ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২৩.	বিজয়িনী	১ মাঘ ১৩০২	---	---	---
২৪.	গৃহ-শত্রু	১৫ মাঘ ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা (?)	---	---
২৫.	মরীচিকা	১৬ মাঘ ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা (?)	---	---
২৬.	উৎসব	২২ মাঘ ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা	---	---
২৭.	প্রস্তরমূর্তি	২৪ মাঘ ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা (?)	---	---
২৮.	নারীরদান	২৫ মাঘ ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা (?)	---	---
২৯.	জীবন-দবতা	২৯ মাঘ ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা (?)	---	---
৩০.	রাত্রে ও প্রভাতে	১ ফাল্গুন ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা (?)	---	---
৩১.	১৪০০ সাল	২ ফাল্গুন ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা (?)	---	---
৩২.	নীরব তন্ত্রী	৪ ফাল্গুন ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা (?)	---	---
৩৩.	দুরাকাঙ্ক্ষা	৪ ফাল্গুন ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা (?)	---	---
৩৪.	-প্রীড়	৭ ফাল্গুন ১৩০২	কলকাতা	---	---
৩৫.	ধূলি	১৫ ফাল্গুন ১৩০২	কলকাতা	---	---
৩৬.	সিদ্ধুপা-র	২০ ফাল্গুন ১৩০২	-জাড়াঁসা-কা	---	---
৩৭.	বিকাশ	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৩৮.	বিস্ময়	১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৩৯.	বন্দনা	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---

৪০.	মনরকথা	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৪১.	আ-আত্মসর্গ	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৪২.	অতিথি	১২ আশ্বিন, ১৩০২	---	---	---
৪৩.	দুই বিঘা জমি	৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২	---	সাধনা	আষাঢ়, ১৩০২
৪৪.	পুরাতনভূতা	১২ ফাল্গুন, ১৩০১	শিলাইদহ	সাধনা	চৈত্র, ১৩০১
৪৫.	ব্রাহ্মণ	৭ ফাল্গুন, ১৩০১	শিলাইদহ	---	ফাল্গুন, ১৩০১
৪৬.	নবজীবন	১৩ আশ্বিন, ১৩০২	---	---	---
৪৭.	মানবসন্ত	১৪ আশ্বিন, ১৩০২	---	---	---
৪৮.	ভগ্ন	২৬ ভাদ্র, ১৩০২	---	---	---

১.২ পুনশ্চ (১৯৩২)

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২) ভিন্ন ধরনের কাব্যগ্রন্থ। ‘পুনশ্চ’ এই নামকরণের মধ্যে একটা আলাদা অর্থের ইঙ্গিত আছে তা হল পুনরায় নতুন করে আরম্ভ করা ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের পর ‘পুনশ্চ’র আত্মপ্রকাশ। ‘পরিশেষ’ কাব্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের ইতি ঘাষনা করত চ-য়ছি-লন। -ভ-বছি-লন কবিকর্ম থ-ক অবসর -ন-বন। নৈরাশ্য ও হতাশা গ্রাস ক-রছিল এ সময় কবি-ক, কিন্তু -সই নৈরা-শ্যর কূ-ল দাঁড়-য়ই কবি আবিষ্কার ক-রছি-লন নি-জ-ক, কবি যদিও খ্যাতি অখ্যাতির প্রশ্ন তুল-ছেন, পুরাতন দিন-র এবং নতুন দিন-র কবিমান-সর ম-ধ্য একটা -সতু স্থাপন ক-র, নতুন পালা শুরু ক-র-ছেন। এই নতুন পালার কাব্যের নাম হল ‘পুনশ্চ’। এই কাব্যের ‘নতুন কাল’ কবিতায় কৈফিয়ৎ দি-য় লি-খ-ছেন,

॥ “তাই ফি-র আস-ত হল’ আর একবার।

দি-নর -শ-ষ নতুন পালা আবার ক-রছি শুরু

-তারি মুখ -চ-য়,

ভা-লাবাসার -দাহাই -ম-ন” ॥

একবারে নতুন কালের ভাবনাকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করলেন।

জন্ম -রামান্তিক কবি রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবিলা-সর জাল ছিন্ন ক-র একদা ‘এবার ফিরাও -মা-র’ কবিতায় মর্ত্যমান-বর কাছে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিল ক্ষনিকের আবেদন, রবীন্দ্রনাথের দুঃখবিলাস মাত্র, কিন্তু পুনশ্চ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের আনন্দ -বদনা-ক কাব্যের বিষয়ীভূত কর-ত চ-য়-ছেন। এখা-ন সাধারণ-র ম-ধ্য অসাধারণ-ক -দখার আগ্রহ মানুষকে অতিক্রম করে ইতর প্রানী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তিনি দেশব্যাপী অম্পৃশ্যতা দূরীকরণের তীব্র আ-ন্দোল-নর -প্রক্ষি-ত মানব -প্র-মর মন্ত্র নি-য় মানুষের পা-শ এ-স দাঁড়া-লন এই কাব্য।

যারা এতদিন ছিল বঞ্চিত , অবহেলিত তারাই তাঁর কবিতার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াল। সমাজের অবহেলিত নরীদের -বদনা-ক ভাষা দি-লেন ‘সাধারণ -ম-য় ’ র -প্র-ম, ‘বাঁশি’ কবিতায় । ‘ক্যা-মলিয়া’ র সাঁওতাল রমনী, মা- মরা ‘ছ-লটা’ কবির দরদী সহানুভূতি-ত জীবন্ত হ-য় উ-ঠ-ছ ।

‘প্রথমপূজা’ ‘স্নান সমাপন’ ‘-প্র-মর -সানা’ ‘শিশুতীর্থ’ ইত্যাদি কবিতার মধ্য দি-য় মানবতার জয় -ঘাষনা কর-লেন । জাতি ধর্ম -বর্ন নির্বিশেষে মানুষকে তিনি মহত্বে উন্নীত করেছেন ।

সর্বোপরি ‘পুনশ্চ’ সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার আঙ্গিক চেতনায় । রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার প্রথম প্রয়া-সর পরিচয় আ-ছ ‘লিপিকা’র প্রথম অংশ । পুন-শ্চ তিনি সার্থক ভা-বই গদ্য কবিতার জন্য দি-লেন । এ বিষ-য় ডঃ সুকুমার -স-নর মন্তব্য প্রনিধান-যোগ্য ।----

“ পুনশ্চের গদ্য কবিতা গুলিতে রেখার যে সূক্ষ্মতা ও ভাবের যে বনিষ্ঠতা প্রস্তুটিত তাহা পদ্য কবিতায় হইলে ছন্দের তরঙ্গে ও বাচনের বর্নচ্ছত্রাবলী-ত নিশ্চয়ই অনকটা খর্ব ও শ্লথ হইয়া পড়িত ।”

[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খন্ড ডঃ সুকুমার সেন ।

পদ্যের বৃন্দবন্ধন ও অন্ত্যমিল পরিত্যাগ করে গদ্যের মধ্যে কবিতার স্বাদ সঞ্চার করলেন । ফলে কবিতা হয়ে উঠল গদ্য কবিতা ।

‘পুনশ্চ’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-র প্রথম গদ্য কবিতার সংকলন । কাব্যটি আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । প্রথম প্রকাশকা-ল কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭ টি । প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ফাল্গুন , ১৩৪০ । এই সংস্করণ-ন পূর্ববর্তী ‘পরি-শেষ’ কাব্যগ্র-ন্থের ছয়টি কবিতা ----

Text with Technology

১. খেলনার মুক্তি ২. পত্রলেখা ৩. খ্যাতি ৪. বাঁশি ৫. উন্নতি ৬. ভীকু এবং সাতটি নতুন কবিতা
১. তীর্থযাত্রী ২. চিরকালের বানী ৩. শুচি ৪. রঙেরেজিনি ৫. মুক্তি ৬. প্রেমের সোনা ও ‘স্নান সমাপন’
সব মিলিয়ে মোট তেরটি (১৩) কবিতা যুক্ত হয় । অর্থাৎ প্রথম সংস্করণে পুনশ্চের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ টি । এই ৫০ টি কবিতার মধ্যে ১৮টি কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।

- রবীন্দ্রনাথ-র প্রথম গদ্যকবিতা সংকলন ‘পুনশ্চ’ গ্রন্থকা-র প্রকাশিত হয় আশ্বিন , ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২) খ্রীষ্টাব্দ ।
- প্রকাশক জগদানন্দ রায় । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় -থ-ক প্রকাশিত । মুদ্রন সংখ্যা ১১০০
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই ।
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা কন্যা মীরা ও ন-গন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ওরফে ‘নীতু’ -ক উৎসর্গ ক-রন ।
- প্রথম প্রকাশকা-ল কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭ টি ।
- দ্বিতীয় সংস্করণে ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ছয়টি কবিতা এবং নতুন লেখা ৭টি কবিতা মোট ১৩টি কবিতা যুক্ত হয়ে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ টি।
- ‘পুনশ্চ’ কা-ব্যের ৫০ টি কবিতার মধ্যে ১৮ টি কবিতা গ্রন্থভুক্তির পূর্বেই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ।

- ‘শিশুতীর্থ’ কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশকালে নাম ছিল ‘সনাতনম’ - এনম আছর্ উতাদ্য স্যাৎ পুনর্নবঃ ; যার অর্থ - -- ইনিই সনাতন , ইনিই অদ্য পুনর্নব ।
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যর শিশুতীর্থ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নি-জরই -লখা (‘The Child’) নামক রচনা নিজকৃত বঙ্গানুবাদ ।
- ‘সঞ্চয়িতা’ গ্রন্থে ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ৭ টি কবিতা গৃহীত হয়েছে ।----
 ১) পুকুর ধা-র ২) ক্যা-মলিয়া ৩) -ছ-লটা ৪) সাধারণ -ম-য়
 ৫) -খায়াই ৬) -শয চিঠি এবং ৭) ছুটির আ-যাজন
- রবীন্দ্রনাথের ‘পুনশ্চ’ কাব্যের -মোট ৫০ টি কবিতার ম-ধ্য শান্তি-নি-কত-ন ব-স লি-খ-ছেন ৪৭ টি কবিতা , কলকাতায় একটি ‘চিরকু-পর বানী’ এবং বরানগ-র ব-স -ল-খন দুটি --- ‘রঙ-রজিনি’ ও ‘স্নান সমাপন’ ।

‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত কবিতারনাম , রচনাকাল , ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশকাল, দেওয়া হল ---

ক্রমিক	কবিতারনাম	রচনাকাল	রচনাস্থান	পত্রিকায় প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশকাল
১.	-কাপাই	১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
২.	নাটক	৯ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
৩.	নূতনকাল	১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
৪.	-খায়াই	৩০ শ্রবন, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
৫.	পত্র	১০ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
৬.	পুকুর-ধা-র	২৫ বৈশাখ, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	বিচিত্রা	আশ্বিন, ১৩৩৯
৭.	অপরাধী	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
৮.	ফাঁক	১১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
৯.	বাসা	৩ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
১০.	-দখা	৪ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
১১.	সুন্দর	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
১২.	-শয দান	৫ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
১৩.	-কামলগাম্ভার	১৩ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
১৪.	বি-চ্ছদ	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---
১৫.	স্মৃতি	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তি-নি-কতন	---	---

১৬.	-ছ-লটা	২৮ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	পরিচয়	কার্তিক, ১৩৩৯
১৭.	সহযাত্রী	১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
১৮.	বিশ্ব-শাক	১১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
১৯.	-শয চিঠি	৩১ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
২০.	বালক	২ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
২১.	-ছড়া কাগ-জর বুড়ি	২৮ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
২২.	কী-টরসংসার	২৮ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
২৩.	ক্যা-মলিয়া	২৭ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	বিচিত্রা	কার্তিক, ১৩৩৯
২৪.	শালিখ	২১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
২৫.	সাধারণ -ম-য়	২৯ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	প্রবাসী	কার্তিক, ১৩৩৯
২৬.	একজন -লাক	১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
২৭.	খেলনার মুক্তি	১৩ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন		
২৮.	পত্রলেখা	১৪ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন		
২৯.	খ্যাতি	২৪ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন		
৩০.	বাঁশি	২৫ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন		
৩১.	উন্নতি	২৬ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন		
৩২.	ভীক	৫ শ্রাবণ, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	প্রবাসী	ভাদ্র, ১৩০৯
৩৩.	তীর্থযাত্রী	মাঘ, ১৩৩৯	কলকাতায় শান্তিনি-কতন	পরিচয়	মাঘ, ১৩৩৯
৩৪.	চিরকু-পরবানী	৩ -পৌষ, ১৩৩৯ / ১৮ ডি-সম্বর, ১৯৩২	কলকাতায়	পরিচয়	মাঘ, ১৩৩৯
৩৫.	শুচি	১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ ১৭ ন-ভস্বর, ১৯৩২	শান্তিনি-কতন	প্রবাসী	-পৌষ, ১৩৩৯
৩৬.	রঙ-রজিনি	২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯	বরানগর (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ- এর গৃহ)	প্রবাসী	চৈত্র, ১৩৩৯

৩৭.	মুক্তি	১৪ মাঘ, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	বিচিত্রা	ফাল্গুন, ১৩৩৯
৩৮.	-প্র-মর -সানা	২৪ -পৌষ, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	প্রবাসী	ফাল্গুন, ১৩৩৯
৩৯.	স্নানসমাপন	১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৯	নেত্রকোণা (বরানগর)	বিচিত্রা	চৈত্র, ১৩৩৯
৪০.	প্রথমপূজা	২৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	প্রবাসী	আশ্বিন, ১৩৩৯
৪১.	অস্থান	২৩ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
৪২.	ঘরছাড়া	১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
৪৩.	ছুটিরআ-যাজন	১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	বিচিত্রা	আশ্বিন, ১৩৩৯
৪৪.	মৃত্যু	২৬ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
৪৫.	মানবপুত্র	শ্রাবণ, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	প্রবাসী	ভাদ্র, ১৩৩৯
৪৬.	শিশুতীর্থ	শ্রাবণ, ১৩৩৮	শান্তিনি-কতন	বিচিত্রা	ভাদ্র, ১৩৩৮
৪৭.	শাপ-মাচন	-পৌষ, ১৩৩৮	শান্তিনি-কতন	বিচিত্রা	মাঘ, ১৩৩৮
৪৮.	ছুটি	৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	কবিতা	-পৌষ, ১৩৪২
৪৯.	গা-নরবাসা	৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---
৫০.	পয়লা আশ্বিন	১ আশ্বিন, ১৩৩৯	শান্তিনি-কতন	---	---

১.৩ নবজাতক (১৯৪০)

রবীন্দ্রনাথের ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থটি ভাবের দিক থেকে কবির কাব্যগ্রন্থলেখনীর বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রম না করলেও, ভাষা ভঙ্গি আ-রা কিছু বিষ-য় কবির নূতন পরীক্ষার পরিচয় বহন কর-ছ। রচনাকাল, বিষয় ও -মজাজ অনুসা-র নবজাত-কর কবিতাগুলি বৈচিত্রপূর্ণ। এখানে কবিভাবনার স্বতন্ত্রতা হল জগৎ ও জীবনকে আর্থ-সামাজিক ও ইতিহা-সর -প্রক্ষি-ত নতুন ক-র আবিষ্কার। স্বার্থ-লালুপ জাতির দ্বারা বিধ্বস্ত মানব সভ্যতার জন্য কবির সহানুভূতি, স্ব-দ-শর প্রতি কবির তীব্র -বদনামিশ্রিত ভালোবাসা, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে প্রকৃতির নিশ্চেষ্টতা ও ধ্বংস ঘটে চলেছে সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অশ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন।

“এ ইতিহা-সর -শয অধ্যায়-ত-ল
রু-দ্রর বানী দিক দাঁড় টানি
প্রল-য়র -রাশান-ল”।

তিনি -তা জীব-নর কবি, তাই তিনি আশা ছা-ড়ন না ---

“আত্মধারার এই প্রার্থনা শুন
শ্যামবনবীথি পাখি-দর গীতি
সার্থক হল পুনঃ ”

কায়ম-নাবা-ক্য কবি প্রার্থনা ক-র-ছেন, পৃথিবীব্যাপী মানবতার দুঃখ দুর্দশার অবসান -হাক। নবজাত-কর কবিতা সংখ্যা পঁয়ত্রিশ (৩৫)। একটি ১৯৩২ সালে একটি ১৯৩৫ সালে। দুইটি ১৯৩৭ সালে দশটি ১৯৩৮ সালে সাতটি ১৯৩৯ সালে, সাতটি ১৯৪০ সা-ল -লখা। সাতটির রচনাকা-লর উল্লেখ -নই।

নবজাতক কাব্যের পটভূমিতে কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বর্বর লোলুপতা দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ‘বুদ্ধভক্তি’ ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নামক কবিতাগুলিতে কবির সেই উদ্বেগ প্রকাশিত। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ কবিতাটিতে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভণ্ডামি উদঘাটন করেছেন।

Text with Technology

“উপর আকা-শ সাজা-না তড়িৎ আ-লা ----

নি-ম্ন নিবিড় অতি বর্বর কা-লা
ভূমিগ-র্ভর রা-ত ---
ক্ষুধাতুর আর ভূরি-ভাজী-দর
নিদারুণ সংঘা-ত
ব্যাপ্ত হ-য়-ছ পা-পর দুর্দহন
সভ্যনামিক পাতা-ল -যথায়
জ-ম-ছ লু-টর ধন।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা।

১৩৪০ এর বিহার ভূমিকম্পের বিভীষিকা, ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক কবি বঙ্কু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের মৃত্যু কবিকে এমনভাবে -প-য়ছিল -য প্রচীন কাব্যধারার পরিব-র্ত নতুন ধারা এল ‘নবজাতক’। করিম-নর ভূমি-ত ফল-লা মননস্বাদ -পাঁচ খাতুর ফসল। চারিদিকে সারাক্ষণ অপূর্ণ শক্তির অপব্যয় ও বিকৃতি দে-খও মানব - জীব-নর শাস্ত্রত মহিমায় বিশ্বাস হারাননি। তার প্রতিফলন ঘ-ট-ছ পরিনত বয়-সর কাব্য ‘নবজাতক’ ও --

“যত কিছু খন্ড নি-য় অখ-ন্ডর -দ-খছি -তমনি,
জীব-নর -শয বা-ক্য আজি তা-র দিব জয়ধ্বনি”।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ (ইংরেজী -ম ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ)
 - বিশ্বভারতী -থ-ক প্রকাশিত । প্রকাশক কি-শারী -মাহন সাঁতরা ।
 - ‘নবজাতক’ কাব্যের কবিতাগুলি অমিয় চক্রবর্তীর দ্বারা নির্বাচিত ।
 - ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ কউ-ক উৎসর্গ ক-রননি ।
 - নবজাতক কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে ২১ টি ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল ।
 - “ এরা বস-স্তর ফুল নয়, এরা হয়-তা -প্রীট ঋতুর ফসল । বাই-র -থ-ক মন -ভানাবার দি-ক এরা উদাসীন ।
ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে ব্যর্থ হবে পরিনত বয়সের
-প্ররনা ।”
- (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর --- নবজাত-কর ভূমিকা)
- নাম কবিতাটিই ‘নবজাতক’ কাব্য গ্র-ন্থের প্রথম কবিতা এবং ‘-শষ কথা’ এই কা-ব্যর -শষ কবিতা।



teachinns
Text with Technology

৩. ১. 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত কবিতার নাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশকাল
প্রকাশস্থান -দওয়া হল-

ক্রমিক	কবিতারনাম	রচনাকাল	রচনাস্থান	পত্রিকায় প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশকাল
১.	নবজাতক	১৯ আগস্ট, ১৯৩৮	শান্তিনি-কতন	পাঠশালা	কার্তিক, ১৩৪৫
২.	উদ্-বাধন	২৫ বৈশাখ, ১৩৪৫	কালিম্পং	শতদল/প্রবাসী	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭
৩.	-শযদৃষ্টি	১২ জানুয়ারি, ১৯৪০	-সঁজুতি (শান্তিনি-কতন)	----	----
৪.	প্রায়শ্চিত্ত	১৭ আশ্বিন, ১৩৪৫ বিজয়দশমী	উদয়ন (শান্তিনি-কতন)	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫
৫.	বুদ্ধভক্তি	৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮	শান্তিনি-কতন	পরিচয়	ফাল্গুন, ১৩৮৮
৬.	-কন	১২ অক্টোবর, ১৯৩৮	শান্তিনি-কতন	প্রবাসী	বৈশাখ, ১৩৮৬
৭.	হিন্দুস্থান	১৯ এপ্রিল, ১৯৩৭	শান্তিনি-কতন	প্রবাসী	-পৌষ, ১৩৪৪
৮.	রাজপুতনা	২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫	মংপু	প্রবাসী	মাঘ, ১৩৪৫
৯.	ভাগ্যরাজ্য	১৬ ম, ১৯৩৭	আল-মাড়া	পরিচয়	শ্রাবণ, ১৩৪৪
১০.	ভূমিকম্প	৬ চৈত্র, ১৩৪০	-----	নাচঘর	৩০ চৈত্র, ১৩৪০
১১.	পক্ষীমানব	২৫ ফাল্গুন, ১৩৩৮	-----	বিচিত্র	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯
১২.	আহবান	১ এপ্রিল, ১৯৩৯	-জাঁড়সাঁ-কা, (কলিকাতা)	----	----
১৩.	রা-তর গাড়ি	২৮ মার্চ, ১৯৪০	উদয়ন, (শান্তিনি-কতন)	জয়শ্রী	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭
১৪.	-মীলানা জিয়াউদ্দিন	৮ জুলাই, ১৯৩৮	শান্তিনি-কতন	প্রবাসী	শ্রাবণ, ১৩৪৫
১৫.	অম্পষ্ট	২৭ মার্চ, ১৯৪০	উদয়ন (শান্তিনি-কতন)	----	----
১৬.	এপা-র-ওপা-র	২০ বৈশাখ, ১৩৪৬	পুরী	প্রবাসী	শ্রাবণ, ১৩৪৬
১৭.	মংপু পাহা-ড়	১০ জুন, ১৯৩৮	মংপু	পরিচয়	শ্রাবণ, ১৩৪৫
১৮.	ইস্-টশ-ন	৭ জুলাই, ১৯৩৮	শান্তিনি-কতন	কবিতা	আশ্বিন, ১৩৪৫
১৯.	জবাবদিহি	২৮ মার্চ, ১৯৪০	উদয়ন (শান্তিনি-কতন)	প্রবাসী	বৈশাখ, ১৩৪৭
২০.	সা-ড় নটা	৮ জুন, ১৯৩৯	মংপু	----	----

২১.	প্রবাসী	৯বৈশাখ, ১৩৪৬	পুরী	প্রবাসী	জৈষ্ঠ, ১৩৪৬
২২.	জন্মদিন	২৫ বৈশাখ, ১৩৪৬	পুরী	প্রবাসী	আষাঢ়, ১৩৪৬
২৩.	প্রশ্ন	৭ ডি-সম্বর, ১৯৩৮	শ্যামলী (শান্তিনি-কতন)	----	----
২৪.	-রাম্যান্টিক	----	----	কবিতা	-পৌষ, ১৩৪৬
২৫.	ক্যাভীয় নাচ	জৈষ্ঠ, ১৩৪৪	আল-মাড়া	প্রবাসী	শ্রাবণ, ১৩৪৪
২৬.	অবজিত	৫জুন, ১৯৩৫	পদ্ম-বাট (চন্দননগর)	প্রবাসী	শ্রাবণ, ১৩৪২
২৭.	-শষ হিসাব	৩ডি-সম্বর, ১৯৩৮ পুনর্লিখন, ৭ জুলাই ১৯৩৯ ২০-২২ -ম, ১৯৩৭	শান্তিনি-কতন শ্রীনি-কতন	কবিতা ----	আশ্বিন, ১৩৪৬ ----
২৮.	সন্ধ্যা		-----	-----	----
২৯.	জয়ধ্বনি	২৬ ন-ভম্বর, ১৯৩৯	শ্যামলী, (শান্তিনি-কতন)	প্রবাসী	-পৌষ, ১৩৪৬
৩০.	প্রজাপতি	১০মার্চ, ১৯৩৯	শ্যামলী (শান্তিনি-কতন)	প্রবাসী	বৈশাখ, ১৩৪৬
৩১.	প্রবীণ	----	----	প্রবাসী	-পৌষ, ১৩৪৫
৩২.	রাত্রি	২৬ জুলাই, ১৯৩৯	পুনশ্চ (শান্তিনি-কতন)	প্রবাসী	মাঘ, ১৩৪৬
৩৩.	-শষ-বলা	১১ জানুয়ারি, ১৯৪০	শান্তিনি-কতন	-----	----
৩৪.	রূপ-বিরূপ	২৮ জানুয়ারি, ১৯৪০	উদীচী (শান্তিনি-কতন)	----	----
৩৫.	-শষকথা	৪ এপ্রিল, ১৯৪০	উদয়ন (শান্তিনি-কতন)	----	----

রবীন্দ্র কাব্য চিত্রা

- ১) ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশকাল -
 ক) ২৯-শ ফাল্গুন, বুধবার ১৩০২ খ) ২২-শ শ্রাবণ, সামবার ১৩০১
 গ) ২৩শে চৈত্র, শুক্রবার ১৩০০ ঘ) ৩০-শ মাঘ, শনিবার ১২৯৬

- ২) ‘তরী হ-ত সম্মুখ-ত -দখি দুই পার
 স্বচ্ছতম নীলা-ভ্রম নির্মল বিস্তার’-
 -কান কবিতার চরন -

- ক) জ্যোৎস্নারাত্রে খ) -প্র-মর অভি-ষক
 গ) চিত্রা ঘ) সুখ

- ৩) তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি
 চিহ্নিত করুন :-

প্রথম তালিকা

দ্বিতীয় তালিকা

- a) মুখের নূপুর বাজি-ছ সুদূর আকা-শ অলকগন্ধ
 উড়ি-ছ মন্দ বাতা-স i) চিত্রা
 b) কান-নর/প্রস্ফুট ফু-লর ম-তা, শিশু আন-নর ii) মুখ
 হাসির মতন
 c) -তামার চরনপ্রা-ন্ত রাখি তপ্তশির iii) জ্যোৎস্নারাত্রে
 নিঃশব্দ -ফলি-ত চা-হ রুদ্ধ অশ্রু-নীর
 -হ -মৌনরজনী
 d) সমস্ত জগৎ/বাহির-র দাঁড়া-য় আ-ছ, iv) -প্র-মর অভি-ষক
 নাই পায় পথ -স অন্তর অন্তঃপু-র
 সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iv	iii	ii	i
খ)	iii	ii	i	iv
গ)	i	ii	iii	iv
ঘ)	ii	i	iv	iii

- ৪) ‘চিত্রা’ কাব্যের ‘উর্বশী’ কবিতার পরিপূরক কবিতা হল
 ক) পূর্ণিমা খ) নিরুদ্দেশ যাত্রা
 গ) নি-বদন ঘ) বিজয়িনী

- ৫) ‘যার ভ-য় তুমি ভীত -য অন্যায় ভীক -তামার -চ-য়,
 যখনি জাগি-ব তুমি তখনই -স পলাই-ব -ধ-য় ;
 যখনি দাঁড়া-ব তুমি সম্মুখ তাহার তখনি -স
 পথ কুকুরের মতো সংকোচ মত্রেসে যাবে মিশে ’’
 পংক্তি কয়টি যে কবিতার অন্তর্গত -

- ক) -প্র-মর অভি-ষক খ) জ্যোৎস্নারাত্রে
 গ) এবার ফিরাও -মা-র ঘ) স্নহস্মৃতি

- ৬) ‘স্বার্থমগ্ন -য জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হ-ত -স তখনা -শ-খনি বাঁচি-ত -
পংক্তি কয়টি যে কবিতার অন্তর্গত
- ক) এবার ফিরাও -মা-র খ) জীবন -দবতা
গ) পুরাতন ভূত ঘ) -প্র-মর অভি-ষক
- ৭) ‘এখান ও তুমি জীবন-দবতা’-যে কবিতার পংক্তি-
ক) জীবন-দবতা খ) অন্তর্যামী
গ) সিদ্ধুপা-র ঘ) নিরুদ্দেশ যাত্রা



teachinns
Text with Technology

Answers

Question No.	Answer
১	ক
২	ঘ
৩	গ
৪	গ
৫	গ
৬	ক
৭	গ



teachinns
Text with Technology

পুনশ্চ

১) ‘পুনশ্চ’ কাব্যের প্রথম কবিতা হল

ক) শপ-মাচন

খ) প্রথম পূজা

গ) -কাপাই

ঘ) -খায়াই

২) পুনশ্চ কাব্যের -শষ কবিতা হল

ক) -শষ চিঠি

খ) -শষদান

গ) স্নান সমাপন

ঘ) পয়লা আশ্বিন

৩) ‘তা-দর সহ্য ক-র স্বীকার ক-র না

বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দ’- -কান কবিতার লাইন -

ক) নাটক

খ) নূতন কাল

গ) -কাপাই

ঘ) -খায়াই

৪) ‘ক্যা-মলিয়া’কবিতার ক্যা-মলিয়া ফলটি কথক যা-ক উপহার দি-ত -চ-য়ছি-লন-

ক) কমলা

খ) তনুকা

গ) -মাহনলাল

ঘ) সাঁওতাল রমনী

৫) ‘ছড়া কাগ-জর বুড়ি কবিতায় সুনৃতার -বা-নর নাম

ক) সৃজিতা

খ) সুনীতা

গ) শমিতা

ঘ) সবিতা

৬) ‘পুনশ্চ’ কাব্যের কবিতা ও কবিতার পংক্তি যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্তম্ভে প্রদত্ত হল। উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো -

১ম স্তম্ভ

২য় স্তম্ভ

a) সাধারণ -ম-য়

i) লিখি -য কী কথা নি-য় কিছু-তই -ভ-ব পাই না

b) খেলনার মুক্তি

ii) বর-কও নি-য় -দ-ব পাড়ি।

c) পত্রলেখা

iii) আজ বা-দ কাল হত ধু-লা/আজ -হাক ছাই

d) খ্যাতি

iv) আমরা বিকি-য় যাই মরীচিকার মা-বা।

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	ii	iv	iii	i
খ)	iv	ii	i	iii
গ)	iii	i	iv	ii
ঘ)	ii	ii	iv	i

৭) ‘সাধারণ -ম-য় কবিতায় যা-ক সাধারণ -ম-য়ের জীবনকাহিনী নি-য় গল্প -লখার অনু-রাধ করা হ-য়-ছ -

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৮) “জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মস্তুর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক”-

- ক) মৃত্যু
খ) শিশুতীর্থ
গ) ঘরছাড়া
ঘ) মানবপুত্র

৯) নিখিলের সব ভাষা / মিলে -গ-ছ অখন্ড সংগীত - -কান কবিতার লাইন -

- ক) ভীরা
খ) বাঁশি
গ) উন্নতি
ঘ) খ্যাতি

১০) ‘পুনশ্চ’ কাব্যের -য কবিতায় ‘কিনু -গায়ালার গলি’র কথা আছে

- ক) কী-টর সংসার
খ) বাসা
গ) বাঁশি
ঘ) সা-নের বাসা

১১) ‘স্নান সমাপন’ কবিতায় যার আলিঙ্গনে গুরু রামানন্দের শুচি স্নান সম্পন্ন হয়েছিল-

- ক) ভজহরি
খ) ভজন
গ) কবীর
ঘ) রবিদাস

১২) ‘ভয় -নই ভাই মানব-ক মহান বল -জ-না’--কান কবিতার লাইন -

- ক) মানবপুত্র
খ) মৃত্যু
গ) ঘরছাড়া
ঘ) শিশুতীর্থ



teachinns
Text with Technology

Answer

Question No.	Answer
১	গি
২	খ
৩	খ
৪	ক
৫	গি
৬	খ
৭	খ
৮	খ
৯	ক
১০	গি
১১	খ
১২	ঘ



teachinns
Text with Technology

নবজাতক

১) ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি নির্বাচন করেন

- ক) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ঘ) অমিয় চক্রবর্তী

২) ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের ‘নবজাতক’ কবিতায় কোন তারা/নক্ষত্রের কথা আছে -

- ক) ধ্রুবতারা খ) শুকতারা
গ) স্বাতী ঘ) -রাহিনী

৩) ‘নবজাতক কাব্যগ্রন্থ-শষ দৃষ্টি’ কবিতায় -কান -বলার উল্লেখ আ-ছে -

- ক) গ্রীষ্ম-বলা খ) সন্ধ্যা
গ) ফাল্গুন -বলা ঘ) -কানটিই নয়

৪) নবজাতক কাব্যগ্রন্থের ‘প্রায়শ্চিত্তে’ কবিতায় গুপ্ত গুহায় কাদের জেগে ওঠার কথা বলা হয়েছে -

- ক) -প্রতাত্মা খ) কালীনাগিনী
গ) সিংহ ঘ) বাঘ

৫) ‘পানের কুহরে গুমরিয়া, নির্ভর দুর্দান্ত -খলা।

ম-ন হয়, -সই -তা সহজ, দু-র নি-ক্ষপিয়া -ফলা’
- -কান কবিতার চরণ -

- ক) হিন্দুস্থান খ) -কন
গ) বুদ্ধভক্তি ঘ) রাজপুতানা

৬) ‘নবজাতক’ কাব্যের কবিতা ও রচনাস্থান যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্তম্ভে প্রদত্ত হল। উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো-

প্রথম স্তম্ভ

দ্বিতীয় স্তম্ভ

- a) নবজাতক i) আন-মাড়া
b) উদ-বাধন ii) মৎপু
c) রাজপুতানা iii) শান্তিনি-কতন
d) ভাগ্যরাজ্য iv) কালিম্পং

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	i	ii	iv	iii
খ)	ii	iii	i	iv
গ)	iii	iv	ii	i
ঘ)	iv	i	iii	ii

৭) ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের কবিতা ও নির্বাচিত পংক্তি যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্তম্ভে প্রদত্ত হল। উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো -

প্রথম স্তম্ভ

- a) বুদ্ধভক্তি
b) শয্যদৃষ্টি
c) -কন
d) রাজপুতানা
সং-কত

দ্বিতীয় স্তম্ভ

- i) ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো
ii) সংহত হ-য়-ছ অব-শ-ষ /-মার মা-ঝ এ-স
iii) ক্ষনিকের রূপ রচনালীলায় /সন্ধ্যার রংগুলি
iv) দারি-দ্রর মূল্য -বশি লুপ্তমূল্য ঐশ্ব-র্যর -চ-য়

	a	b	c	d
ক)	iii	i	iv	ii
খ)	i	iii	ii	iv
গ)	iv	ii	iii	i
ঘ)	ii	iv	i	iii

৮) তালিকা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন-

প্রথম তালিকা

- a) অতিদূর তীরের যাত্রী ভাষাহীন রাত্রি
b) গভীর হৃদ-য় নীর-ব রহিত হাসি তামাশার পিছু
c) দায়ার আড়া-ল গন্ধরা-জর তন্দ্রাজড়িত চাওয়া
d) শিশু কাঁদ-ম-ঝ হানাহানি সা-থ চ-ল গৃহিনীর
অসহিষ্ণু তীব্র ধমকানি
সং-কত

দ্বিতীয় তালিকা

- i) রা-তর গাড়ি
ii) মৌলানা জিয়াউদ্দিন
iii) অম্পষ্ট
iv) এপা-র ওপা-র

	a	b	c	d
ক)	i	ii	iv	iii
খ)	ii	i	iv	iii
গ)	i	iii	iv	ii
ঘ)	i	ii	iii	iv

Answers

Question No.	Answer
১	খ
২	খ
৩	গ
৪	খ
৫	খ
৬	গ
৭	খ
৮	খ



teachinns
Text with Technology

উপন্যাস-২.১

ঘ-র বাই-র

প্রথম প্রকাশ-সবুজ পত্র-১৩২১

গ্রন্থাগার প্রকাশ-১৯১৬

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। যে যুগটিকে আমরা আধুনিক বা অতি আধুনিক রূপে অভিহিত করতে পারি। সেই যুগের সূচনাতেও যে নামটি উজ্জ্বল স্বাক্ষরে মুদ্রিত আ-ছ তিনি হ-লন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের পর উপন্যাসে যে গভীর বাস্তবতার পরিনতি দেখা যায় তার সূচনা প্রথম রবীন্দ্রনাথেরই পাওয়া যায়। তিনি রোমান্স ও ইতিহাসের চোরা বালির ভিত্তি থেকে ‘উপন্যাস’ নামক শিল্পকর্মটিকে সরিয়ে এনে বাস্তব জীবনের সূক্ষ ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠা দি-য়-ছেন।

রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাসে একটি করে চরিত্র মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছে। ‘বৌঠাকুরানীর -হা-ট’ বসন্ত রায় , ‘রাজর্ষি’ -ত বিল্বন, ‘চা-খর বালি-ত’ অন্নপূর্ণা, ‘নৌকাডুবি’ জগ-মাহন ‘ঘ-র বাই-র’র চন্দ্রনাথবাবু ‘-যাগা-যা-গ’ বিপ্রদাস আর ‘-শ-ষর কবিতা’-ত -যাগামায়া প্রত্যেকে মধ্যস্থ ভূমিকা পালন করেছে। ‘দুইবোন’ ‘মালঞ্চ’ ‘চার অধ্যায় এগুলিতে কোন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা -নই।

প্রথম চারটি উপন্যাসে এবং ‘যোগাযোগ’ ‘শেষের কবিতা’ ‘দুই বোন’ এবং ‘মালঞ্চ’ তে উপন্যাসের গল্প সমস্যা নিতান্তভাবে ব্যক্তিমনের। ‘নৌকাডুবিতে সমাজ ব্যবহারের সমস্যার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। ‘গোরা’ই ব্যক্তিত্ব, সমাজ-ব্যবহার ও দেশসমস্যা সব মিলে কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। ‘চতুরঙ্গ’ সংসার জীবনের সমস্যার সঙ্গে আধ্যাত্মা এষনা এবং জীবনের সত্যদর্শন -মলা-নার -চপ্টা হ-য়-ছ। আমা-দর আ-লাচা পাঠ্য ‘ঘ-র-বাই-র’ উপন্যাসে দেশ উদ্ধারের প্রচেষ্টার সঙ্গে জীবন সমস্যা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির নূতন ধারা এবং উপন্যাসশিল্পে নূতন আঙ্গিকে সৃষ্টি উপন্যাস ‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৬) উপন্যাসটি প্রথমে ১৩২২ সালে ধারাবাহিকভাবে ‘সবুজ পত্রে’ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। বাংলা-দ-শ বিংশ শত-কর প্রথম দি-ক জাতীয় উন্মাদনার মত্ততা আমাদের বিচার শক্তিকে ও ধুব কল্যান বুদ্ধিকে কিছুটা অন্ধকার ঢেকে দিয়েছিল। তৎকালীন সমাজ পঞ্জার দৃষ্টিতে দৃঢ় না থেকে বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল তারই শান্ত গভীর বিচার ‘ঘ-র-বাই-র’র অন্যতম উপপাদ্য।

উপন্যাসটি-ত ১৮ টি (আঠা-রা) টি পরি-চ্ছদ। প্র-ত্যকটি পরি-চ্ছ-দ কা-রা না কারো আত্মকথা। প্রধান চরিত্রগুলি নিখি-লশ, বিমলা, সন্দীপ প্র-ত্য-কর আত্মকথা বর্ণিত হ-য়-ছ উপন্যাসটি-ত। বিশিষ্ট সমা-লাচক ব-ল-ছেন -----
“‘ঘ-র বাই-র (১৯১৫)আ-লাচা বিষ-য়র ম-ধ্য দুইটি স্তর আ-ছ ----- প্রথমটি রাজনৈতিক ও দ্বিতীয়টি সমাজনীতিমূলক”।
[বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
শ্রীকুমার ব-ন্দ্যোপাধ্যায়]

ঘরে বাইরের সমস্যা ঠিক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়। আদর্শেরও সংঘর্ষ নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বিবিধ সত্তা থাকে, ব্যক্তির একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

“বিমলার Struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের ----- সন্দীপ নি-জর ম-ধ্য নি-জরই হারজিৎ বিচার ক-র-ছ ----- নিখি-লশও নি-জর feeling এর সঙ্গে নিজের কর্তব্যের adjustment ক-র-ছ।অন্য -কা-না মানুষ বা ঘটনা সম্বন্ধ এরা সাক্ষ্য দি-চ্ছ না। এ-দর আত্মনুভূতি নি-জর record নি-জ রাখ-ছ ”।

(প্রবাসী বৈশাখ - ১৩৪৮ পৃ ৬৪)

বিমলা ঘরে বাইরের কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে। বিমলা রূপসী নয়। অদৃষ্টের জোরে ও সুলক্ষণের গুণে সে ধনীগৃহের বধু হয়েছে। বিমলার স্বামী নিখিলেশ ও কোনো রূপকথার রাজপুত্র নয়। সেইজন্য বিমলার নিখিলেশের ভালোবাসা পাওয়াতে কোনো হীনতাবোধ ছিল না। নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবন প্রবশ করত দখলাম সন্দীপক (অবশ্যই কাহিনীর মধ্য)। সন্দীপ নিখিলেশক ঠকিয়ে টাকা আদায় করে, সে (সন্দীপ) নিখিলেশের থেকে সুখী। সন্দীপকে দেখে ও তার বক্তৃতা শুনে বিমলা আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। সন্দীপের প্রতি মত্ত আবেগে বিমলার বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ করেছে। নিখিলেশের ধৈর্যশীলতাকে বিমলা দুর্বলতা বলে ভুল করেছে। সন্দীপের জোরালো ব্যক্তিত্ব এই কারনেই বিমলাকে অভিভূত করে ফেলেছে।

কিন্তু বার্থ সজ্জার “অশ্রুভরা আভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জলভরা আগুনভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে” সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়াল তখনও সে জানত না কতটা সংকট আসন্ন। ক্রমে ক্রমে সন্দীপের লাভীমূর্তিটি বিমলার কাছে স্পষ্ট হয় উঠে-ছে। অনেক মূল্যচুকি-য় তব সন্দীপের মাহজয় ক-র বিমলা জীবনস-তর পাঠ নি-ত প-র-ছে।

ঘ-র বাই-র মূল ভূমিকা তিনটি - বিমলা নিখিলেশ, সন্দীপ। বিমলা নিখিলেশের আত্মকথার মধ্য দিয়ে আর -য কটি চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান -মজরানী আর মাষ্টারমশায়। মাষ্টারমশা-য়র মধ্য নিখিলেশের জীবন-আদ-শর প্রতিফলন ঘটে-ছে।

রাজনীতির আবহাওয়ায় এই ত্রিকোন প্রেমের উপন্যাসটির কাহিনী-কাঠামি গড়ে উঠেছে। প্রধান তিনটি চরিত্রের জীবন অভিজ্ঞতা ও আ-আপলব্ধির সত্যই ‘ঘ-র-বাই-র’ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। উপন্যাসের কাহিনী এত দ্রুততার সঙ্গে ছুটে চলেছে, উন্মত্ত ভাবাবেগ সকলের সহজ গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এই দ্রুত বর্ণনাভঙ্গী প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে নিখিলেশের পূর্বের স্মৃতি-রামন্তন ও বিমলার আত্মগানি সম-য় সম-য় কবিত্ব-ক মন পড়ি-য় -দয়। তাই সমা-লাচক ব-ল-ছেন---

কিন্তু কলাগত ঐক্য ও ভাবগত সুসংগতি-ত -- এক কথায় সাধারণ , সমন্বয় -- নৈপুণ্য, ইহার সথান খুব উচ্চ”।

কিছু তথ্য

- ‘ঘ-র-বাই-র’ উপন্যাসের পরিচ্ছদ সংখ্যা ১৮। বিমলার আত্মকথা-৭। নিখিলেশের আত্মকথা -৭ এবং সন্দীপের আত্মকথা-৪
- ‘ঘ-র-বাই-র’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র- নিখিলেশ, সন্দীপ, বিমলা, চন্দ্রনাথ -মজরানী, অমূল্য
- ‘ঘ-র-বাই-র’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা -- ‘শ্রীমান প্রমথনাথ -চৌধুরী। কল্যাণী-য়সু’
“শ্রী যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ----- ঘ-র বাই-রই আমা-দর জাতীয় সমস্যার ছবি এক-ছন, -কননা ও উপন্যাসখানি একটি রূপককাব্য ছাড়া আর কিছু নয়। নিখিলেশ হ-ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউ-রাপ, আর বিমলা বর্তমান ভারত।”

(সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২২)

প্রমথ -চৌধুরী

- “রবীন্দ্রনাথ-র -য সব গ্রন্থ নি-য় রসিক ও আরসিক-দর ম-ধ্য সর্বা-পক্ষা অধিক আ-লাচনা হইয়া-ছে, -স -বাধ হয় ঘ-র -বাই-র। কারন এই উপন্যাস-র আখ্যানাৎ-শ সমা-জর এমন সব বিষ-য় আ-লাচনা আ-ছে, যাহা ইতিপূ-র্ব -কান -লখক ক-রন নাই”।

(রবীন্দ্র জীবনী) - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

উপন্যাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

- ১) “পৃথিবী-ত যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি ক-র, থা-ক। তা-ত পূজারি ও পূজিত দুই-য়-রই অপমান-র এক-শষ”
বিমলা।
- ২) “ঈশা জিনিসটার ম-ধ্য একটি সত্য আ-ছ, -স হ-চ্ছ এই -য়, যা-কিছু সু-খর -সটি সক-লরই পাওয়া উচিত ছিল”।
নিখিলেশ
- ৩) “তাই আমার অভিমান ছিল সতী-ত্বর”।
বিমলা
- ৪) “আমরা কি -কবল লক্ষী, আমরাই -তা ভারতী”----- সন্দীপের প্রথম বক্তৃতা শোনার পর বিমলার এই উপলব্ধি ঘটে।
- ৫) “-ম-য়-দরই বিধাতা মানস -থ-ক সৃষ্টি ক-র-ছেন আর পুরুষ-দর তিনি হা-ত ক-র হাতুড়ি পিটি-য় গ-য়-ছেন”--- বিমলার জবানীতে সন্দীপের উক্তি।
- ৬) “প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায়না”--
সন্দীপের জবানীতে নিখিলেশের উক্তি।
- ৭) “-দশ-ক আমি -সবা কর-ত রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যা-ক তিনি ওর -চ-য় অন-ক উপ-র। -দশ-ক যদি বন্দনা করি
ত-ব -দ-শর সর্বনাশ করা হ-ব।” -----বিমলার জবানীতে নিখিলেশের উক্তি।
- ৮) “জীবনটা-ক কঁ-দ ভাসি-য় -দওয়ার -চ-য় -হ-স উড়ি-য় -দওয়াই ভা-লা”।-----নিখিলেশ।
- ৯) “আমি -লাভী --- আমি আমার -সই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম”----- নিখিলেশ।
- ১০) “আমি কি রক্তমাংসের ললাটে মোড়া একখানা বই”?-----এ আত্মজিজ্ঞাসা সন্দীপের
- ১১) “বির-হ -য মন্দির শূন্য হয় -স মন্দি-রর শূন্যতার ম-ধ্যও বাঁশি বা-জ -- কিন্তু বি-চ্ছ-দ -য মন্দির শূন্য হয় -স মন্দির
ব-ড়া নিস্তরঙ্গ, -সখা-ন কাল্লার শব্দও -বসু-রা -শানায়’।----- নিখিলেশ।
- ১২) ‘তোমার সমক্ষে আমি স্বাধীন, আমার সমক্ষে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সমন্ধ। কল্যাণের সমন্ধকে অর্থের
অনুগত কর-ল পরমা-র্থর অপমান করা হয়’ ---- নিখিলেশের জবানীতে চন্দ্রনাথবাবুর উক্তি
- ১৩) ‘যটা ই-চ্ছ ক-রছি -সটা-ক ম-নর ম-ধ্য ত্যাগ করাই স্বাধীনতা ?’ -- নিখিলেশের জবানীতে চন্দ্রনাথ বাবুর উক্তি।
- ১৪) ‘সৃষ্টি -য় কর-ব -স নি-জর চারিদিক-ক নি-য় যদি সৃষ্টি না ক-র ত-ব বার্থ হ-ব’। -----নিখিলেশ
- ১৫) যেটা সত্য সেটা ভালও নয় মন্দও নয়, যেটা সত্য এইটেই হল বিজ্ঞান’
- ১৬) ‘যা আমি -ক-ড় নি-ত পারি -সই-টই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগ-তর শিক্ষা,।’ ----- সন্দী-পের আত্মকথা

- ১) রবীন্দ্রনাথ-র ‘ঘ-র- বাই-র’ উপন্যাস-র গ্রন্থাকা-র প্রকাশকাল-
 ক) ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ খ) ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ
 গ) ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ ঘ) ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ

- ২) ‘ঘ-র-বাই-র’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-র উৎসর্গ ক-রন-
 ক) অমিয় চক্রবর্তী খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 গ) প্রমথনাথ -চাঁধুরী ঘ) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ৩) ‘ঘ-র-বাই-র’ উপন্যাস-র গঠন প্রকৃতি হল-
 ক) আত্মকথন রীতি খ) চরিত্রকথন রীতি
 গ) আত্মজৈবনিক ঘ) ডাইরি ধর্মী

- ৪) ‘ঘ-র-বাই-র’ উপন্যাসটি-ক যিনি ‘রূপক কাব্য’ ব-ল অভিহিত ক-রন-
 ক) স-ত্যান্দ্রনাথ ঠাকুর খ) সু-রশচন্দ্র সমাজপতি
 গ) প্রমথ -চাঁধুরী ঘ) নীরদচন্দ্র -চাঁধুরী

- ৫) নিখিলেশ বিমলার শিক্ষক ও সঙ্গিনীরূপে যাকে নিযুক্ত করেন-
 ক)-মাস -মরি খ) মিস গিলবি
 গ) মিস জিনিয়া ঘ) এলবি স্টি-কন

- ৬) আমার অভিমান ছিল-----’ বিমলার এই উক্তিটিতে শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসে।
 ক)-সৌন্দ-র্যর খ) সতী-ত্বর
 গ) ঐশ্ব-র্যর ঘ) রূ-পর

৭) নিম্নে কতকগুলি মন্তব্য ও তার প্রবক্তা প্রদত্ত হল। তাদের শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন ক-রা।----

- a) ‘মানুষের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করাই দেশসেবকের একমাত্র কর্তব্য---- তাহাই ধর্মবিজয়----’ নিখিলেশ
 b) ‘তুমি -তা ব্যাসাগ-রর ম-তা অমন সাতটা সাগর -প-রা-ত পা-রা -তামার এমন সম্বল আ-ছ’। ----- সন্দীপ সম্প-র্ক বিমলা।
 c) ‘দেশের চিত্তে সেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার ও স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র আরও গুরুতর ?----- বিমলার জবানীতে সন্দীপের উক্তি।
 d) ‘আমি জানি -লাভী মানুষ-ক -ম-য়রা ভা-লাবা-স ----- ওই -লা-ভর উপর দি-য়ই -তা -ম-য়রা তা-দর জয় ক-র’----- সন্দীপ।

সং-কত

a	b	c	d
ক) অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ) শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গ) অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ) শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

৮) ‘আমি কি রক্তমাংসের ললাটেমোড়া একখানা বই?---আমি -ক?--

- ক) নিখিল-লশ খ) বন্দীপ
গ) চন্দ্রনাথ ঘ) বিমলা

৯) ‘ঘ-র -বাই-র’ উপন্যাসটি যার আত্মকথা দি-য় শুরু ও -শষ হ-য়-ছ--

- ক) বিমলা ও নিখিল-লশ খ) নিখিল-লশ ও সন্দীপ
গ) সন্দীপ ও বিমলা ঘ) বিমলা ও বিমলা

১০) নিখিল-ল-শর আচমকথা পরি-চ্ছ-দ----- ভরা বাদর [মাহ ভাদর] শূন্য মন্দির -মার’ পদটি কচবার আ-ছ?

- ক) ৫বার খ) ৬বার
গ) ৩বার ঘ) ৪বার

১১) “আমার নিকড়িয়া র-সর রসিক কানন ঘূ-র ঘূ-র নিকড়িয়া বাঁ-শর বাঁশি বাজায় -মাহনসু-র” ----- গানটি -ক -গ-য়-ছন-

- ক) সন্দীপ খ) নিখিল-লশ
গ) চন্দ্রনাথ ঘ) বিমলা

১২) “রাই আমার চ-ল -য-ত চ-ল প-ড়

অগাধ জ-ল-র মকর -যমন, ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।----- গানটি -ক -গ-য়-ছন।

- ক) বিমলা খ) -মজ জা
গ) চন্দ্রনাথ বাবু ঘ) -গাবিন্দর মা

১৩) সকাল-বলাকার টা-দর ম-তা ও -যন আপনা-ক প্রভা-তর আ-লা দি-য় -চ-ক এ-ন-ছ-----

- ক) অমূল্য খ) বিমলা
গ) -স-জারানী ঘ) নিখিল-লশ

১৪) ‘ঘ-র-বাই-র’ উপন্যাসের বক্তা ও মন্তব্য প্রদত্ত হল। উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন ক-রা--

১ম স্তম্ভ

২য় স্তম্ভ

a) বিমলা

i) ‘প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা। আরতির থালার মতো - পূজা -য ক-র এবং যা-ক পূজা করা হয় দু-য়র উপ-রই -স আ-লা সমান হ-য় প-ড়’।

b) নিখিল-লশ

ii) ‘আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে পদাতিক’

c) সন্দীপ

iii) ‘আমার কুণ্ঠিত আ-ছ আমি অল্প বয়স মরব’

d) মাস্টারমশাই

iv) “-দশ-ক আমি -সবা কর-ত রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যা-ক তিনি ওর -চ-য় অন-ক উপ-রা।-দশ-ক যদি বন্দনা করি ত-ব -দ-শর সর্বনাশ করা হ-ব”।

সং-কত

a

b

c

d

ক)

iv

iii

ii

i

খ)

iii

ii

i

iv

গ)

ii

i

iv

iii

ঘ)

i

iv

iii

ii

১৫) ‘ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই, কিন্তু ছন্দের মিল রয়েছে’ -- মাষ্টরমশাই যা-দর মি-লর কথা ব-ল-ছন-----
ক) সন্দীপ ও নিখি-লশ খ) নিকি-লশ ও বিমলা
গ) বিমকা ও সন্দীপ ঘ) -ম-জারানী ও -ছা-টারানী

১৬) -যখা-ন -হা-সন গাজির -মলা হয়-----
ক) কাতলামারি খ) রুইমারি
গ) ইলসামারি ঘ) -ব-লঘাটা



teachinns
Text with Technology

Answer

Question No.	Answer
১	ঘ
২	ক
৩	খ
৪	গ
৫	খ
৬	খ
৭	খ
৮	খ
৯	ঘ
১০	ঘ
১১	ক
১২	খ
১৩	খ
১৪	ঘ
১৫	ক
১৬	খ



teachinns
Text with Technology

২.২

চতুরঙ্গ

প্রথম প্রকাশ --- সবুজপত্রে

অগ্রহায়ন - ফাল্গুন - ১৩২১

গ্রন্থাকার - ১৯১৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’ উপন্যাস রচনার প্রায় ছয় বছর পরে ‘চতুরঙ্গ’ প্রকাশিত হয়। প্রথমে ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় ১৩২১ সালে অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত মোট চারটি সংখ্যায় যথাক্রমে ‘জ্যাঠামশায়’ ‘শচীশ’ ‘দামিনী’ ও ‘শ্রীবিলাস’ নামে প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক উপন্যাসটিকে একটি চরিত্রের ডাইরি লেখার ঢঙে অর্থাৎ চরিত্রকথন রীতি-তে উপন্যাসটি বর্ণনা করেছেন। ‘চতুরঙ্গের’ গঠনরীতি সাধারণ উপন্যাসের মতো নয়। বইটির চারটি “অঙ্গ” বা ভাগ - --- ‘জ্যাঠামশাই’, ‘শচীশ’, ‘দামিনী’ ও ‘শ্রীবিলাস’----- যন চারটি গল্প। এই চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের মধ্য দিয়ে কাহিনীর বর্ণনা চলছে।

‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসটি আকারে বড় নয়। ঘটনার ঘনঘটা এখানে নেই। উপন্যাসটি আসল শচীশের জীবনসাধনা তথা সত্যানুসন্ধানের ইতিবৃত্ত। প্রথমে শচীশ ছিল জ্যাঠামশাই জগমোহনের মত ও পথের অনুযায়ী। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে বলেছেন- “জগমোহনের নাস্তিক ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা”। পরহিত ব্রত সাধন করার মত্নেই শচীশ দীক্ষিত ছিল। মৃত্যুর পর জ্যাঠামশাইয়ের নির্দেশ ছিল শবদেহ দান না করে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তা শিয়াল কুকুরের ভক্ষ্য হলে প্রভূততম সুখ সাধনের ব্রতই উজ্জীবিত হবে। এই আদর্শকে শিরোধার্য করেই শচীন একদা সমাজের চোখে পতিতা গর্ভবতী ননীবালা-ক বিবাহ ক-র তা-ক সামাজিক স্বীকৃতিও সন্তান-ক পিতৃ পরিচয় দান কর-ত চ-য়ছিল। কিন্তু -সই ননীবালা আত্মহত্যার আগে একটি পত্রে লেখে--

‘আমি আ-জা তাহ-ক ভুলি-ত পারি নাই’ - -য তার গ-র্ভ অবৈধ সন্তান-র জন্ম দি-য়ও তা-ক গ্রহন ক-র না , তা-ক ভুলতে না পারার রহস্য শচীন বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তখন ইতিবাচক বুদ্ধিসত্তার উপর তার সংশয় তৈরি হয়। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর একাকী হ-য় প-ড়। কিন্তু শচীশ-র মন জগ-মোহ-ন-র শিক্ষা এবং প্রভাব -শষ অবধি কাজ ক-র -গ-ছ।

Text with Technology

বিশিষ্ট সমালোচক বলছেন -“রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে চতুরঙ্গের রচনা সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ও শিল্প নিপুন” এই উপন্যাসে অধ্যাত্মসাধনার কথা সহজ ও গভীরভাবে বলা হয়-ছে। জগ-মোহ-ন-র মৃত্যুর পর শচীশ-র অন্ত-র -য নিঃসীম গহবর সৃষ্টি হ-য়ছিল তা যে অধ্যাত্ম ধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজেছিল। গুরু লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে তার জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানে পরিচয় ঘটে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দামিনীর সঙ্গে। দামিনী কে তাঁর বিরুদ্ধে গুরু লীলানন্দ স্বামীর পা-য় সমর্পন ক-র যান। দামিনী বিধবা তরুণী, প্রানপ্রাচু-র্য ভরপুর। জীবন-র-সর রসিক -স। ননীবালা ও ছিল বিধবা তরুণী, কিন্তু -স মরন-র-সর রসিক। জীবনে তার কিছুমাত্র আশা ছিল না তাই সে ‘মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর ’ করে দিয়ে গিয়েছিল। দামিনীর দুর্দমনীয় কামনা শচীশ-ক লক্ষ্য করে, কিন্তু তা শচীশকে স্পর্শ করতে পারে নি। দামিনীর সেবামাধুর্যে শচীশ মুগ্ধ হয়েছিল তার -বশি কিছু নয়।

অপরদিকে নবীন অবৈধ প্রণয়ে আপন শ্যালিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। রসের রাক্ষসীর এই নগ্নরূপ -দ-খ শচীশ রসসাধনার বিপদ ও অসম্পূর্ণতা অনুভব ক-র। শচীশ বুঝল দামিনী তারই আর এক রূপ দামিনীর বিপদ শচীশ-র নিকট -থ-ক যতটা নি-জ-র -থ-ক আ-রা -বশি। দামিনীর কথায় শচীশ-র র-স-র -ঘার -ক-ট -গল। লীলানন্দ- স্বামীর দলও ভেঙ্গে গেল, অন্তত শচীশ- দামিনী শ্রীবিলাসের সম্পর্কে। শচীশ ও রসের জগত থেকে মুক্তি পেতে চায়। একদিন বাড় বৃষ্টির রা-ত দামিনী শচীশের ঘরে ঢোকে। শচীশ দামিনীকে প্রত্যাখান করে। পরে দামিনী শচীশের মনের সব আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। শচীশকে গুরুরূপে বরন করে নেয়। পরবর্তীকালে শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শ্রীবিলাসের সংসং-কাচ -প্র-ম দামিনীর আত্মসমর্পন ঘট। অপরদি-ক শচীশ-র আত্মার গভী-র স-ত্য-র -য পিপাসা তা-ক -স প্রত্যক্ষ ক-র-ছ নিসর্গ প্রকৃতিতে, বিশ্বব্যাপী অরূপের লীলাসঙ্গীতের অনুভবে। তাই অরূপের অভিমানে তার মানসযাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ শচীশর এই জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনের একরকম সত্য উদ্ভাসিত হ'লও -সই সাধনায় ব্রতী সকল হ'ত পা-র না । -সদি-ক -থ-ক শচীশ আপনা-ত আপনি মগ্ন । অন্যদি-ক শ্রীবিলাস স্বভাবিক মানুষ । শ্রীবিলাস-র কা-ছ সংসার মায়া'র ফাঁদ নয় । নারী সৌন্দর্যে সে উদাসীন নয় । শচীশ দামিনীকে তাঁর মুক্তির ও সাধনার পথের অন্তরায় ভেবে ত্যাগ করে । অপরদি-ক শ্রীবিলাস দামিনী-ক বিবাহ ক-র সংসা-রর স্বপ্ন -দ-থ । জন্মজন্মান্ত-র শ্রীবিলাস-ক স্বামী হিসা-ব পাওয়ার ই-চ্ছা প্রকাশ ক-র-ছ । দামিনীর হৃদ-য় শচীশর জন্য -য় জায়গাটা আ-ছ, -সখা-ন -কউ ভাগ বসা-ত পা-র নি । শ্রীবিলাস জা-ন যা-দর আ-ছ --'লুক্ক ললসার দুর্দান্ত -মাহ' কিবাৎ 'বি-ভার ভাবুকতার রঙীন মায়া' শ্রীবিলাস-র মধ্য দুটির -কানটি -নই । শচীশর মধ্য 'বি-ভার ভাবুকতার রঙীন মায়া' বর্তমান । আব-শ-ষ দামিনীর হঠাৎ মৃত্যু-ত অচরিতার্থ -প্র-মর -বদনা মৃত হ-য় থাকল।-----

--

“-যদি-ন মা-ঘর পূর্ণিমা ফাল্গুন পড়িল, -জায়া-র ভরা অশ্রুর -বদনায় সমস্ত
সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠি-ত লাগিল, -সদিন দামিনী আমার পা-য়র ধূলা
লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্ত-র আবার -যন -তামা-ক পাই।”

ড: সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ডে বলেছেন ---- “চতুরঙ্গের চরিত্র চারটি ----- জগ-মাহন, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। তাহার মধ্যে প্রথমটি যেন শচীশেরই পূর্ব ভূমিকা। চতুরঙ্গ নামের দুটি অর্থ আছে । এক রচনাটি চারটি অঙ্গে বিভক্ত, দুই, দাবাখেলা-----চারিজন ম-ধ্য, শচীশ, দামিনী লীলানন্দ স্বামী ও শ্রীবিলাস জগ-মাহন হ-লন 'বাজী' বা 'ঠাকুর' (অর্থ্যাৎ Stake) বাকী চারজন হ-লন দাবার খুঁটি।

তথ্য

- ১) স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'(১৯১৬) সালে ।
- ২) 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ইং-রজি অনুবাদ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে -ফব্রুয়ারি -থ-ক -ম সংখ্যা পর্যন্ত 'Modern Review' পত্রিকায় 'Story in Four chaptres' নামে মুদ্রিত হয়, এই পত্রিকা পাঠটি কিছু ভাষাগত ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসগত পরিবর্তনের পর ১৯২৫ সা-ল ম্যাকমিলান -থ-ক প্রকাশিত। 'Broken Ties and other stories' গ্রন্থের অনুষঙ্গ হয়ে 'Broken Ties' নামে মুদ্রিত হয়।

১) ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসটি যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়---

- ক) সবুজপত্র খ) ভারতী
গ) প্রগতি ঘ) বঙ্গদর্শন

২) “মুখ-সই-জ্যাতি-যন-অন্তর-মধ্য-পূজার-প্রদীপ-জ্বালি-ত-ছ”----

- ক) দামিনী খ) জ্যাঠামশাই
গ) শচীশ ঘ) শ্রীবিলাস

৩) সবুজপত্রের যে সংখ্যায় ‘চতুরঙ্গে’র ‘দামিনী’ অধ্যায় প্রকাশিত হয়----

- ক) অগ্রহায়ন, ১৩২১ খ) পৌষ, ১৩২১
গ) মাঘ, ১৩২১ ঘ) ফাল্গুন ১৩২১

৪) “ নুড়ির -রখা ধরিয়া পাহা-ড় - বারনার পথ -যমন -চনা যায় -তমনি বাড়ির মধ্য -কান -কান অংশ তাঁর চলা-ফরা তাহা -ম-জ হই-ত কড়ি পর্যন্ত ইং-রজি বই-য়র -বাবা -দখি-লই বুঝা যাইত ”

- ক) দামিনী খ) শ্রীবিলাস
গ) শচীশ ঘ) জগ-মাহন

৫। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাস অবলম্বনে নিম্নলিখিত মন্তব্য গুলির শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো

- a) ‘এই ব্যাথা আমার -গাপন ঐশ্বর্য, এ আমরা পরশমনি’ -- মন্তব্যটি দামিনী
b) ‘ও-র ও শ্রীবিলাস, জন্মান্ত-র -যন সৃষ্টিছাড়ার দ-ল জন্ম নি-ত পারিস এমন পুন্য কর’। --- শচী-শর ‘আত্মকথন’।
c) দামিনী একটি আহত -কাকি-লর বাচ্চা-ক কা-কর দ-লর হাত -থ-ক উদ্ধার ক-র-ছ।
d) দামিনী একটি -বড়াল পুষত

সং-কত	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

৬. যীবনকা-ল যখন জগ-মাজ-নর স্ত্রী মারা যান তার পূ-র্বই তিনি কি প-ড়ছি-লন ----

- ক) মিলটন খ) -শলি
গ) ম্যালথ্‌স্ ঘ) কীটস্

৭। ‘দখা -তামায় -হাক বা না -হাক/ তাহার লাগি ক-র না -শাক’ --- গানটির এই অন্তরাটি ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে যার ক-ঠ গীত হ-য়-ছ --

- ক) দামিনী খ) স্বামীজি
গ) শ্রী বিলাস ঘ) জনৈক কীর্তনীয়া

৮। ‘প-থ -য-ত -তামার সা-থ ,

মিলন হল দি-নর -শ-য----

গানটি -য অধ্যা-য় উল্লিখিত হ-য়-ছ----

- ক) শচীশ খ) শ্রীবিলাস
গ) দামিনী ঘ) জ্যাঠা মশায়

৯. “ আমার ম-ন হই-ল -স -যন আদিমকা-ল প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু ; তার -চাখ নাই, কান নাই ; ‘কবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আ-ছ,’ --- অংশটি যার ডা-য়রি -থ-ক উদ্ধৃত---

- ক) শ্রীবিলাস খ) শচীশ
গ) দামিনী ঘ) জ্যাঠা মশায়

১০। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের যে অধ্যায়ে পরিশিষ্ট যুক্ত হয়েছে -

- ক) জ্যাঠা মশায় খ) শচীশ
গ) দামিনী ঘ) শ্রীবিলাস

Answer

Question No.	Answer
১	ক
২	গ
৩	গ
৪	ঘ
৫	গ
৬	গ
৭	খ
৮	ক
৯	খ
১০	গ



teachinns
Text with Technology

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

১. “নাস্তিক-ক নরঘাত-কর -চ-য়, এমন কি, -গা- খাদ-কর -চ-য়ও পাপিষ্ট বলিয়া জানিতাম”--- শ্রীবিলাস (জ্যাঠামশায়)
২. “যাহার দ-শর মতো, বিনা কারনে দেশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না ”--- শ্রীবিলাস (জ্যাঠামশায়)
৩. “সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া ।”

জ্যাঠামশায় (শচীশ)

৪. “-য বলিল , বিশি, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছি-লন তখন তিনি আমা-ক জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায় ; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে”।

শচীশ (শচীশ)

৫। “ যারা নিন্দা ক-র তারা নিন্দা ভা-লাবা-স বলিয়াই ক-র, সত্য ভা-লাবা-স বলিয়া নয়।”

শচীশ জ্যাঠামশায়

৬. “ মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা -ভদ করিয়া যখন -দখা -দয় তখন অকার-ন -কহ বা তাহা-ক প্রানপ-ন পূজা ক-র, আবার অকার-ন -কহ বা তাহা-ক প্রানপ-ন অপমা-ন করিয়া থা-ক”।

শ্রীবিলাস [জ্যাঠামশায়]

৭। “ -বালতার বাসা ভাঙিয়া দি-লই ত-ব -বালতা তাড়া-না যার” --- জগ-মাহন

[জ্যাঠামশায়]

৮। “মা আমার ঘ-র ঘ-র পূর্ণচন্দ্র উঠিয়া-ছ। তাই নিন্দায় -কাটা-লর বান ডাকিবার সময় আসিল, কিন্তু -চটু যতই -ঘালা হউক, আমার -জ্যাংলায় -তা দাগ লাগি-ব না ??

৯। “ব্রহ্মার নিরকার মা-ন , তাহা-ক -চা-খ -দখা যায় না । -তামরা সাকার-ক মান, তাহা-ক কা-ন -শানা যায় না । আমার সজীব-ক মানি ; কা-ন -শানা যায় , তাহা-ক বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না ।”

জগ-মাহন [জ্যাঠামশায়]

১০। “ দামিনী যেন শ্রাবনের মেঘের ভিতরকার দামিনী । বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠি-তছি ”

১১। “ মাটির বাসার দি-কই দামিনীর টান, আকা-শর দি-ক নয় । ”

[দামিনী]

১২. “ ফাঁকিই সহজ , সত্য কঠিন’” ---

শচীশ [শ্রীবিলাস]

১৩. “ -য মুখ তিনি আমার দি-ক আসি-ত-ছন আমি যদি -সই মুখই চলি-ত থাকি ত-ব তাঁর কাছ -থ-ক -কবল সরি-ত থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখ চলি-ল ত-বই -তা মিলন হই-ব ”

শচীশ [শ্রীবিলাস]

১৪. “ তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে , আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে” -

শচীশ [শ্রীবিলাস]



teachinns
Text with Technology

আমাদের পাঠ্য আলোচ্য গল্পগুলির নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হল:-

মূল গল্প	প্রথম প্রকাশিত পত্রিকার নাম	পত্রিকায় প্রকাশকাল
নিশীথ	সাধনা	মাঘ, ১৩০১
দুরাশা	ভারতী	বৈশাখ, ১৩০৫
জ্বর পত্র	সবুজপত্র	শ্রাবন, ১৩২১
হৈমন্তী	সবুজপত্র	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
ল্যাবরেটরী	আনন্দবাজার	১৫ ই আশ্বিন ১৩৪৭ (শারদীয়া সংখ্যা)

নিশীথ (১৩০১ মাঘ মাস)

‘সাধনা’ পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘নিশীথে’ গল্পটি বের হয়। শব্দসংখ্যা আনুমানিক তিন হাজার আটশত। পরিচ্ছেদে বিভক্ত নয়।

কাহিনীটি -মাটামুটি দাম্পত্য -প্র-মর, গল্পের নায়ক দক্ষিণাচর-নর প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রী ম-নারমা-ক গ্রহণ ক-রন। মনোরমার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হলেও প্রথমােকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ---

‘ এ জীবন আর কাহা-কও ভা-লাবাসি-ত পারিব না ’র অন্তসারশূন্য তা তা-ক পীড়িত ক-র। প্রথমা স্ত্রীর -প্রমানুভূতি, কর্তব্য ও নিষ্ঠা, তার গৃহিনীপনার নিরুপদ্রব আকর্ষণ গল্পের নায়ককে আকর্ষণ করে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রথম স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে সফল হন দ্বিতীয় স্ত্রীর বাবা হারান ডাক্তার, তখনো দক্ষিণাচরণ কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। তার মৃত্যুর জন্য দক্ষিণাচরণ নি-জ-ক দায়ী ম-ন ক-র। -সই অপরাধ-বাধ তা-ক পীড়িত ক-র। দ্বিতীয়া সম্প-র্ক প্রথমার বিস্ময়াবিষ্ট জিজ্ঞাসা ----

‘ ও-ক, ও-ক, ও -ক -গা’ দক্ষিণাচরণ-র হৃদয়মা-ঝ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ-ত থা-ক। গল্পের আরম্ভটা -ভৌতিক ম-ন হ-লও এটা -কান -ভৌতিক গল্প নয়। এই গল্প আমা-দর সংসার জীব-নর এক জটিল ম-নাবিকা-রর গলপ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ১। গল্পটি প্রথম ‘সাধনা’ পত্রিকায় মাঘ ১৩০১ -এ প্রকাশিত হয়
- ২। মূল গল্পগ্রন্থ - ‘গল্প দশক’ (১৩০২)
- ৩। পরবর্তীকালে গল্পটি ‘গল্পগুচ্ছ-২’ এর অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ৪। ‘নিশীথে’ গল্পটি শুরু হয় অর্ধেক রাত্রি। রাত্রি আড়াইটা।
- ৫। গল্পের জমিদারবাবুর নাম দক্ষিণাচরণ
- ৬। দক্ষিণাচরণ কাব্যশাস্ত্রটা ভা-লা অধ্যয়ন ক-রছি-লন ব-ল তাঁর প্রথম প-ক্ষর স্ত্রীর কা-ছ কালিদা-সর নিম্নত -শ্লাকটি বল-তন-
“ গৃহিনী সচিব ” সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিত কলাবি-ধী”।

৭। কিন্তু তাঁর স্ত্রী শুনতে চাইতেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁর তুলনা ‘গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখ ব-ড়া ব-ড়া কা-বার টুক-রা এবং ভা-লা ভা-লা আদ-রর সম্ভাষণ মুহু-র্তর ম-ধ্য অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত’।

৮। ‘তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল’---তঁহার বল-ত দক্ষিণাচরণ বাবুর প্রথম প-ক্ষর স্ত্রী।

৯। দক্ষিণাচরণবাবুর বরানগরের বাড়ি ছিল। বরানগরের বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই ছিল গঙ্গা

- ১০। শাবার ঘ-রর নী-চই দক্ষি-নর দি-ক জমি-ত -ম-হফির -বড়া দি-য় তার প্রথম প-ক্ষর স্ত্রী একটুক-রা বাগান বানি-য়ছি-লন।
- ১১। বাগা-ন -বল , জুঁই , -গালাপ , গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু -বশী ।
- ১২। দক্ষিণাচরনবাবুর স্ত্রী গৃহে শয্যাগত থাকার পর চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় বাগানে গিয়ে বসতে চান ।
- ১৩। দক্ষিণাচরনবাবু তাঁর অসুস্থ স্ত্রী-ক নি-য় এলাহাবা-দ বায়ু পরিবর্তন কর-ত যান ।
- ১৪। এলাহাবাদে হারান ডাক্তার দক্ষিণাবাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা করেন ।
- ১৫। হারান ডাক্তার দক্ষিণাচরনবাবুর স্বজাতীয় ছিলেন ।
- ১৬। হারান ডাক্তারের একটি পনেরো বছর বয়সের মেয়ে ছিল । নাম মনোরমা মেয়েটির যেমন সুরূপ -তমনি সুশিক্ষা ।
- ১৭। দক্ষিণাচরনবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ হয় মনোরমার সঙ্গে ।
- ১৮। হারান ডাক্তার দক্ষিণাচরনবাবুর স্ত্রীকে দু শিশি ওষুধ দিয়েছিলেন । একটি খাবার আর একটি মালিশ করবার ।
- ১৯। মালিশ করবার ওষুধটি দক্ষিণাচরনবাবুর প্রথম স্ত্রী -খ-য় মৃত্যুবরন ক-রন।
- ২০। একটা লাল শাল ম-নারমার মুখখানি -বষ্টন ক-র তার শরীরটি আচ্ছন্ন ক-র -র-খছি-লন।
- ২১। গল্পের শুরু ও শেষ ‘ডাক্তার, ডাক্তার’ দিয়ে।
- ২২। ‘ও -ক? ও -ক? ও -ক -গা ?-উদ্ধৃতিটি ‘নিশী-থ’ গ-ল্পের অন্তর্গত ।
- ২৩। ডঃ সুকুমার -সন ‘নিশী-থ’ গল্পটিকে বল-ছেন -‘ভূত ছাড়াই ভূ-তর গল্প।’
- ২৪। ‘-তামার ভা-লাবাসা আমি -কা-না কা-ল ভুলিব না’ - [জমিদার বাবুর স্ত্রী সম্প-র্ক]
- ২৫। ‘এইরূপ অনাবৃত অব্যবহিত অনন্ত আকাশ নই-ল কি দুটি মানুষ-ক -কাথাও ধ-র’- দুটি মানুষ বল-ত এখা-ন দক্ষিণাচরনবাবু ও ম-নারমা-ক -বাঝা-না হ-য়-ছ ।



teachinns
Text with Technology

দুরাশা

রবীন্দ্রনাথের ‘দুরাশা’ গল্পটি ভারতী (বৈশাখ - ১৩০৫) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে গল্প নামক গল্পসংকলনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গল্পগুচ্ছ -২ -ত স্থান -প-য়-ছ।

প্রেমের একনিষ্ঠ অনুসরণে ভাগ্যের বঞ্চনা গল্পের বিষয়। বদ্রাওনের গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী মেহের উম্মিসার এক স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। তা-দর -ফাঁ-জর অধিনায়ক -কশরলাল ছিল সংযত শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ। -কশরলা-লর নিষ্ঠাই -ম-হরউম্মিসার হৃদ-য় -প্রম -বন্যা সৃষ্টি করে। এই প্রেম ছিল ভক্তি ও শ্রদ্ধারূপে। কেশরলাল তার কাছে দেবতা তাই সিপাই বিদ্রোহের অন্তিম নেতা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ কেশরলাল মৃত্যুযন্ত্রনার সময়েও ইংরেজভক্ত বেইমান নবাব কন্যার জল প্রত্যাখ্যান করে। ব্রাহ্মণের নির্লিপ্ততা, নিরাসক্তি নবাবপুত্রীকে মোহাচ্ছন্ন করেছিলেন। তারপর নবাবপুত্রী দীর্ঘদিন ধরে শিবানন্দ স্বামীর কাছে ভক্তি ভরে শাস্ত্র শিক্ষা করে ভৈরবী -ব-শ তীর্থ - মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করতে করতে কেশরীলালের সন্ধান করতে থাকেন। আটত্রিশ বছর পরে নবাবদুহিতা একাকিনী ভ্রম-নর পর অব-শ-ষ দার্জিলিং এর অনাচারী, ভুটিয়া পল্লী-ত এস -কশরলা-লর ভুটিয়া স্ত্রী ও তার সন্তান-দর সন্ধান পান। মেহেরউম্মিসার একটি ফুৎকারেই প্রেমপূর্ণ ভক্তির প্রদীপ নিভে গেলে। নবাবদুহিতা বুঝতে পারল যে ব্রাহ্মণ একদিন তার কিশোরী হৃদয় হরণ করেছিল তা অভ্যাস, সংস্কার মাত্র। গল্পের মুসলমান ব্রাহ্মণী, বিপ্রবীর, যমুনা তীরের কেলা কিছুই সত্য নয়। সত্য হল আচার ধর্মের উপর হৃদয় ধর্মের শ্রুততা। ‘দুরাশা’ গল্পই প্রথম অবিবাহিত নারী -প্র-মর কারন গৃহত্যাগ ক-র-ছ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- দুরাশা গল্পের শুরু-ত গল্পকথক দার্জিলিং-গি-য় -হা-ট-ল প্রাতঃকাল-র আহার -স-র পা-য় -মাটা বুট এবং ম্যাকিন্টশ প-র -বড়া-ত -বর হন।
- জনশূন্য দার্জিলিং-র ক্যালকাটা -রা-ড গৈরিক বসনাবৃত্তা রমনীক-ঠর সফরন -রাদনধুনি শুন-ত পান তার মস্তক স্বর্নকশিপ জটাভামর চূড়া - আকা-র আবদ্ধ।
- মেয়েটি আসলে ছিল নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী।
- গল্পকথকের মতে গোলামকাদের খাঁর পুত্রী নুরউম্মীসা বা মেহেরউম্মীসা বা নুর - উন্মূলক।
- ‘দুরাশা’ গল্প কালিদাসের ‘মঘদূত’ ও ‘কুমারসম্ভব’ র উল্লেখ আছে।
- নবাবপুত্রী বেগম সহেবদের কেলা ছিল যমুনার তীরে। তাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তার নাম ছিল -কশরলাল।
- -কশরলাল প্রতিদিন প্রত্যুষে যমুনার জ-ল স্নান ক-র সুক-ঠ ঝেঁ-রা রা-গ ভজন গান কর-তন।
- নবাবপুত্রীর একজন হিন্দু বাঁদি ছিল।
- নবাবপুত্রী তার হিন্দু দাসীর থেকে সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্য কাহিনী রামায়ন- মহাভার-তর সমস্ত ইতিহাস শুন-তন।
- ‘হিন্দু সংসার আমার বালিকা হৃদ-য়র নিকট একটি পরমরমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল’ -বালিকা হৃদয়টি হল নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রীর হৃদয়।
- নবাব -গোলামকা-দর খাঁর পুত্রী প্রথম যেদিন অন্তঃপুর থেকে বাইরে আসেন তখন তিনি ষোড়শী।
- গোলামকাদের খাঁর পুত্রী যোগিনীর বেশে কাশীর শিবানন্দ স্বামীকে পিতৃ সম্বোধন করে তার কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন ক-রছি-লন।
- -কশরলাল তাঁতিয়া -টাপির দ-ল -ম-শ।
- -কশরলাল রাজদ-ন্ডর ভ-য় পালি-য় গি-য় -নপা-ল আশ্রয় -নন।

- -বগমসা-হব আটত্রিশ বছর পর দার্জিলিঙে ভুটিয়াপল্লীতে কেশরলালের সাক্ষাৎ পান। সে তার গর্ভজাত পৌত্র-পৌত্রী নিয়ে স্নানবস্ত্রে মলিন অঙ্গে ভুট্টা -থ-ক শস্য সংগ্রহ করছি-লন।
- ক) ‘আমার চালচলন সমস্তই সা-হবি’ - গল্পকথক
- খ) ‘আমার তরী তী-র আসিয়া -পাঁছিয়া-ছ, আমার জীব-নর চরম তীর্থ অনতিদূ-র - (নূরউন্নীসা)
- গ) ‘অদৃষ্টের রহস্য কে জানে আমরা তো কীট মাত্র।’



teachinns
Text with Technology

দ্বিতীয় পত্র

‘দ্বিতীয় পত্র’ গল্পটি (শ্রাবণ ১৩২১) ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ‘গল্প সপ্তক’ এ প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গল্পটি ‘গল্পগুচ্ছ ৩’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ভাঙ্গবার যে সুর ‘বলাকা’র প্রথম তিনটি কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল তাই যেন রূপ পেয়েছে সবুজপত্রের গল্পধারায়। নারীর যে একটি ব্যক্তিস্বতন্ত্র্য আছে তা এই পুরুষশাসিত সমাজ স্বীকার করতে চায় না। সংসারের নাম রক্ষার জন্য সমাজের নাম রক্ষার জন্য, সকল প্রকার অসত্যের সঙ্গে আপোস করে থাকাই নারীধর্মের-শ্রুতি আদর্শ এর প্রথম নির্বাক প্রতিবাদ হয়েছে ‘হৈমন্তী’র জীবনে। কিন্তু ‘দ্বিতীয় পত্রে’ মৃনাল স্পষ্ট করে জানিয়েছে ----

“আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে এ তোমাদের মেজ বউয়ের চিঠি নয়”। তাই সে বলল -

“আমার মধ্য যা কিছু -মজ-বী-ক ছাড়ি-য় র-য়-ছ -স -তামরা পছন্দ করনি, চিন-তও পার নি”।

এক চরম অসহায়তার মধ্য মৃনাল-র জা এর -বান বিন্দু শিশুর বাড়ির অত্যাচার সহ্য কর-ত না -প-র আত্মহত্যা ক-র। মৃনাল এই লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করেনি।

কলকাতার ২৭ নম্বর মাখন বড়ালের গলির মেজ বউ এর খোলস পরিত্যাগ করে হয়ে উঠেছে মৃনাল। ব্যক্তিস্বতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত এক নারী। রবীন্দ্রনাথ মৃনাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের নারীদের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রনার নগ্নরূপটি ফুটিয়ে তুল-ছেন।

তথ্য + মন্তব্য

- ১) ‘দ্বিতীয় পত্র’ গল্পের শব্দসংখ্যা আনুমানিক চার হাজার পঁচাত্তর।
- ২) মূল গল্পগ্রন্থ ----- ‘গল্প - সপ্তক’(১৩২৩)
- ৩) পরবর্তীকালে গল্পটি ‘গল্পগুচ্ছ --৩’ এর অন্তর্গত হয়।
- ৪) ‘দ্বিতীয় পত্র’ গল্পটি লিখেছে মেজোবউ মৃনাল।
- ৫) পত্রটি শুরু হয়েছে ‘প্রীচরনকমলেশু’ সন্মোদন জানিয়ে এবং শেষ হয়েছে ‘তোমার চরনতলাশ্রয়িছিন্ন’ বলে।
- ৬) মৃনাল-র অর্থাৎ -ম-জা বউ এর বিবাহ হ-য়-ছ প-ন-রা বছর বয়-স। এত বছর একটি চিঠিও -ল-খনি মৃনাল।
- ৭) মৃনাল-র নিবাস কলিকাতায়।
- ৮) মেজোবউ তার স্বামীকে চিঠি লিখেছে তীর্থে এসে শ্রীক্ষেত্রে থেকে।
- ৯) মৃনাল ও তার ভাই একসঙ্গে শিশু রয়সে জুরে পড়ে। ভাইটি মারা যায়।
- ১০) মৃনাল-ক বিবাহ-র জন্য -দ-খ-ত আ-স তার স্বামীর দূর সম্পর্কের মামা এবং তার স্বামীর বন্ধু নীরদ।
- ১১) দুর্গম পাড়াগাঁয় মৃনাল-দর বাড়ি। -স-খা-ন দি-ন-র -বলায় -শায়াল ডা-ক। -স্টেশন -থ-ক সাত -ক্রোশ ছাড়া গাড়িতে এসে তিন মাইল কাঁচা রাস্তা পালকি করে তবে মৃনালদের গায়ে পৌঁছানো যায় এ প্রসঙ্গে তার মা ভয়ে দুর্গানাম জপ করে। কারন ‘শহ-র-র -দবতা -ক পাড়াগা-য়-র পূজারি কী দি-য় সন্তুষ্ট কর-ব’ -স -ভ-ব।
- ১২) বড় বউ-য়-র রূ-প-র অভাব ছিল। -ম-জা বউ -মা-ট-র উপর সুন্দরী ব-ট।
- ১৩) মৃনাল-র -য রূপ আ-ছ -স - কথা ভুল-ত তার শিশুরবাড়ির -বিশিদিন সময় লা-গনি। কিন্তু তার -য বুদ্ধি আ-ছ -সটা প-দ প-দ স্মরণ কর-ত হ-য়-ছ।
- ১৪) মৃনাল লুকি-য় কবিতা লিখত। -সটা শিশুরবাড়ির -কউ জানত না।
- ১৫) মৃনাল-র শিশুরবাড়ির-ত মৃনাল-ক ‘-ম-য়-জ্যাঠা’ বল দু-বলা গাল দিত।
- ১৬) মৃনাল-র শিশুর ঘ-র-র স্মৃতির মধ্য সব-চ-য় -যটা ম-ন জা-গ -সটা হল তা-দর -গায়াল ঘর। অন্দরমহ-ল-র সিঁড়ি-ত ওঠবার ঠিক পা-শ-র ঘ-র তা-দর -গারু থা-ক। তা-দর জন্য উ-ঠা-ন-র -কা-ন জাবনা -দবার কা-ঠ-র গামলা। তা-দর গৃ-হ দুটি -গারু এবং তিনটি বাছুর। মৃনাল-র কা-ছ -সই দুটি -গারু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহ-র-র ম-ধ্য তার চির পরিচিত আত্মী-য়-র ম-তা।
- ১৭) মৃনাল-র -ম-য়টি জন্ম নি-য় মারা যায়।
- ১৮) মৃনাল-র বড় জা-য়-র -বান বিন্দু। কিছু তার বিধবা মা-য়-র মৃত্যুর পর খুঁড়ত-তা ভাই-দর অত্যাচার মৃনাল-র শিশুর বাড়ী-ত আশ্রয় -নয়। বিন্দুর দিদি তার স্বামীর অনিচ্ছা থাকার জন্য বিন্দু-ক আপদ ভাব-ত থা-ক।
- ১৯) বিন্দুর বয়স চোদ্দর কম ছিল না। বিন্দু দেখতে খুব মন্দ ছিল।
- ২০) বিন্দুর প্রতি সবাই মনে বিরক্ত তাই মৃনাল তার পাশে দাঁড়ায়।
- ২১) মৃনাল-র ঘর -থ-ক বাজুবন্ধ চুরি হ-ল মৃনাল-ক সন্দেহ করা হয়।
- ২২) বিন্দু-ক মৃনাল -যসব কাপড় পর-ত দিত, তা -দ-খ মৃনাল-র স্বামী রাগ ক-র মৃনাল-র হাত খর-চ-র টাকা বন্ধ ক-র -দয়। মৃনালও পঁচস-ক দা-ম-র -জাড়া -মাটা -কারা ক-ল-র ধুতি পর-ত আরম্ভ ক-র।
- ২৩) বিন্দুর স্বামী পাগল

- ২৪) বিন্দুর শ্বশুর-র এই বিবাহ মত ছিল না- কিন্তু তিনি বিন্দুর শাশুড়ি-ক য-মর ম-তা ভয় কর-তন।
 ২৫) মৃনাল-র শ্বশুরবাড়ির বাড়ির সম-ন বিষম -গাল পাকায় বিন্দুর ভাণ্ডর।
 ২৬) মৃনাল-র -ছাটি ভাই শরৎ
 ২৭) বিন্দুর খবর আন-ত মৃনাল শরৎ-ক ব-ল।
 ২৮) মৃনালের শ্রীক্ষেত্র যাবার দিন বুধবার। আর সমস্ত কিছু ঠিক রবিবার।
 ২৯) শরৎ বিন্দু-ক পুরী নি-য় যাবার জন্য -যদি তার বাড়ী যায় ঠিক তার আগের দিন কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে।
 ৩০) মৃনাল তার কথায় ‘মীরাবাই’-এর গানের ইঙ্গিত দেন।
 ৩১) ‘স্বীর পত্র’ গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের ‘পলাতক’ কাব্যের সুর আছে।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- ১। ‘ম-য় কিনা , তাই ও বাঁচল , -বাঁচা-ছ-ল হ-ল কি আর রক্ষা -পত ’ ---
 -ম-য় বল-ত এখা-ন মৃনাল -ক -বাঝা-না হ-য়-ছ।
 ২। ‘কটু কথাই হ-চ্ছ অক্ষ-মর সম্মান ’।
 (শ্বশুর বাড়ির মানুষজনদের উদ্দেশ্যে)
 ৩। ‘মা হবার দুঃখটুকু পেলুম , কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না’।
 (মৃনালের মেয়ে মারা যাওয়া প্রসঙ্গে)
 ৪। ‘ হাজার রূপে গুনেও মেয়ে মানুষের সৎকোচ কিছুতে ঘোচে না ’ --- ‘স্বীর পত্র’ গল্পের অন্তর্গত
 ৫। “বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মবার কোন শর্ত ছিল না ”। (বিন্দুর অবস্থা প্রসঙ্গে)
 ৬। “যা-ক বাধা -ম-ন চল-ত হ-ব , -য যদি বুদ্ধি-ক -ম-ন চল-ত চায় , ত-ব ঠাকর -খ-য় -খ-য় তার কপাল ভাঙ-বই ” --
 - ‘স্বীর পত্র’ গল্পের অবলম্বন
 ৭। ‘ওর জীবনটা-ক চিরকাল পা-য়র তলায় -চ-প -র-খ -দ-ব , -তামার পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু -তামা-দর -চ-য় ব-ড়া। -সই মৃত্যুর ম-ধ্য -স মহান’ --- ওর = বিন্দু -তামা-দর - মৃনাল-র শ্বশুরবাড়ির -লাকজন-দর
 ৮। ‘আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র , আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ’---
 আমার =মৃনাল-র
 ৯। ‘ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা , ছাড়ুক -য -যখান আ-ছ , মীরা কিন্তু -ল-গ রইল প্রভু --তা-ত তার যা হবার তা -হাক’।
 ১০। “এই -ল-গ থাকাই -তা -বৈ-চ থাকা আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম”।
 (চিঠির -শেষ)

হৈমন্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হৈমন্তী’ গল্পের কাহিনীর সঙ্গে ‘দেনাপাওনা’ গল্পের উপর - উপর কিছু মিল আছে। ‘হৈমন্তী’ গল্পটি প্রথমে ‘সবুজপত্র’ প্রকাশিত হয় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ‘গল্পসংগ্রহ’ এ গল্পটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গল্পটি গল্পগুচ্ছ -৩ এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

‘হৈমন্তী’ গল্পের কথক অপূর বাবা তার বিবাহ -দন -গারীশংকর বাবুর স-ত-রা বছ-রর -ম-য় মাতৃহীনা হৈমন্তীর সঙ্গে। জনশ্রুতি অনুযায়ী হৈমন্তীর পিতা যত বড়-লাক ততটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য -গারীশংকর বাবুর ছিল না। তা জান-ত -প-র অপূর পিতা আর্থিক ক্ষতির কার-ণ হতাশা হন। হৈমন্তীর প্রকৃতিও তার শিশুরবাড়ির -লা-করা ঠিক বুঝ উঠ-ত পা-র নি। সর্বদা বিরুদ্ধ বিষবা-স্প -য়ন হৈমন্তীর শ্বাস-রাধ হচ্ছিল। হৈমন্তী স্পষ্ট এবং সত্যভাষী। -স নারী, সংসা-রর সব অত্যাচার -স মুখ বুজ সহ্য ক-র-ছ কিন্তু শিশুর বাড়ি-ত পিতার অপমান সহ্য ক-র-ত পারল না। কারণ -স -তা বাবার -ম-য় - বিভা এলার সমগোত্রীয় গল্পের পরিণতি ‘হৈমন্তীও’ ‘নিরুপমার মত কি শিশুর গৃহের নিষ্ঠুর নির্যাতনের বলিসরূপ। তবে নিরুপমার স্বামী -স্ত্রীর দুঃখ প্রত্যক্ষ করেননি। হৈমন্তীর স্বামী তা প্রত্যক্ষ করলেও প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে নি বলে আত্মবিকার -দখা দি-য়-ছ।

তথ্যচূষক

- ১) ‘হৈমন্তী’ গল্প গল্পকথকের নাম অপূ।
- ২) অপূর সঙ্গ হৈমন্তীর বিবাহ দবার জন্য ‘কন্যার বাপ সবুর করিত পারিতন, কিন্তু বরর বাপ সবুর করিত চাহিলন না।’
- ৩) অপূর কথায় -- ‘না পারিলাম বাংলার শিশুপাঠ্য বই লিখিত, কারন সংস্কৃত মুখ্যবাধ ব্যাকরন আমার পড়া নাই।’
- ৪) অপূ হৈমন্তীর প্রথম নাম রাখন শিশির। কারন শিশির কান্নাহাসি একবার এক হয় আছ। আর শিশির ভারবলাটুকুর কথা সকালবলায় ফুরিয় যায়।
- ৫) শিশিরর পিতা পশ্চিমর এক পাহাড়র কান রাজার অধীন কাজ করতন।
- ৬) শিশির যখন কাল তখন তার মায়র মৃত্যু হয়।
- ৭) অপূর বয়স উনিশ। তখন স তৃতীয় বৎসর কলজ পা দিয়ছ। তখনই তার বিবাহ হয়।
- ৮) অপূর শিশুর বা শিশিরর পিতার নাম গারীশংকর।
- ৯) গারীশংকর শিশিরর স্বামীক একশা টাকার একটি নাট দিয়ছিল।
- ১০) শিশিরর আসল নাম হৈমন্তী।
- ১১) গারীশংকর সম্বন্ধ অপূর পিতার ধারণা ছিল রাজার প্রধানমন্ত্রী গাছর একটা কিছু। কিন্তু আসল স সখানকার শিক্ষাবিভাগর অধ্যক্ষ। অর্থাৎ অপূর পিতার কথানুযায়ী গারীশংকর আসল ইন্সুলর হডমাস্টার।
- ১২) অপূর মা বলন হৈমন্তীর বয়স এগারা। আসছ ফাল্গুন বারায় পা দব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষ হৈমন্তীর বয়স সতরা। কাষ্টীতই এর প্রমান আছ।
- ১৩) হৈমন্তীক অপূ ‘হৈম’ বল।
- ১৪) অপূর কথামত বনমালীবাবুই নিশ্চয় হৈমর অসুস্থতার কথা গারীশংকরক জানিয়ছিল। কারন ঘটনার দিনদশক পরই বনমালীবাবু অপূদর গৃহ দল আস।
- ১৫) হৈমন্তীর বাবা হৈমন্তীক ‘বুড়ি’ হল সম্বাধন করন।
- ১৬) হৈমন্তীর বাবা হৈমন্তীর জন্য একজন ভলা ডাক্তার এন হৈমন্তীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাল ডাক্তার বলন হৈমন্তীর জন্য বায়ু-পরিবর্তন আবশ্যক। নইল সঙ্গ ব্যামা হত পার।

● উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি

- ১) ‘য তাম্রশাসন তাহার নাম খাদাই করা আছ সটা আমার হৃদয়পটা।’ -- তাহার = হৈমন্তী, আমার = অপূ।
- ২) ‘ময়র বয়স বড়া বলিয়াই পনর অক্ষটাও বড়া’ -- ‘হৈমন্তী’ গল্পর অন্তর্গত।
- ৩) ‘শিশিরর বয়স যথাসময় ষালা হইল, কিন্তু সটা স্বভাবর ষালা, সমাজর ষাল নহ।’ ---‘হৈমন্তী’ গল্পর অন্তর্গত।
- ৪) ‘আমার সহি উনিশ বছরর বয়সটি আমার জীবন অক্ষয় হইয়া থাক।’---আমার = অপূ।
- ৫) ‘য ধন দিলাম, তাহার মূল্য যন বুঝিত পার।’--বক্তা - গারীশংকর, ধন = হৈমন্তী।

- ৬) ‘যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম । একন ফিরিয়া তাকাইত গল দুঃখ পাইত হইব । অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিত যাইবার মতা এমন বিড়ম্বনা আর নাই’ - বক্তা - গৌরীশংকর ।
- ৭) ‘আমি তামার সত্য কখনও আঘাত করিব না । আমি য তামার সত্যর বাঁধন বাঁধা’ - আমি = অপু । তামার = হৈমন্তী ।
- ৮) ‘তাহাক আমি সব দিত পারি কিন্তু মুক্তি দিত পারি নাই’ - তাহাক = হৈমন্তী, আমি = অপু ।
- ৯) ‘যদি লাক্ষ্মীর কাছ সত্যধর্মক না ঠলিব, যদি ঘরের কাছ ঘরের মানুষক বলি দিত না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্য বহুযুগর য শিক্ষা তাহা কী করিত আছ’ - ‘হৈমন্তী’ গল্পের অন্তর্গত ।
- ১০) ‘বুকের রক্ত দিয়া আমাক য একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনর কাহিনি লিখিত হইব, স কথা ক জানিত ।’ - দ্বিতীয় সীতা = হৈমন্তী ।

ল্যাবরেটরি

ল্যাবরেটরি গল্পের মেরুদণ্ড মোহিনী চরিত্র , রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র সৃষ্টি ।

গল্পটি প্রথমে ‘শনিবারের চিঠি’ ফাল্গুন (১৩৪৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । পরে ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় (১৫-ই আশ্বিন) প্রকাশিত হয় । ‘তিনসঙ্গী’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।

‘ল্যাবরেটরি’ গল্প দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাত নন্দকিশোরের মৃত্যু হল তার অনুরতা সাহিনী ল্যাবরেটরিকই তার ‘পূজার দবতা’ এবং ল্যাবরেটরির টাকাক স ‘দবতার ভান্ডার বল মন কর । তাই স্বামীর বিএগনসাধনার প্রয়াসক বাঁচিয় রাখত স প্রানপন প্রয়াস পায় । সাহিনী তরুন বিজ্ঞানী রবতীক ল্যাবরেটরির যাগ্য পরিচালক রূপ মনোনীত কর । সাহিনী ল্যাবরেটরির জন্য তার নারীত্বক অনাসক্তভাব ব্যবহার কর অধ্যাপকক বশ রাখত দ্বিধা করনি । কিন্তু তার কন্যা নীলা সাহিনীর বিপরীত ল্যাবরেটরিক ধৃৎস করত উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবক কাজ লাগিয়ছ । রবতীর বিজ্ঞানসাধনায় স হয় উঠছ মূর্তিমতী প্রতিবাদ । সস্তা প্রলাভন নীলা রবতীক ভুলিয়ছ । যুবতীর যুপকাষ্ঠ গলা বাড়িয় বস থাকা পুরুষ রবতীক নীলা সহজই চিনছিল । সাহিনী চিনত পারনি । কিন্তু দুজনরই যা অচনা ছিল, তা হল রবতীর বৈজ্ঞানিক সাধনার যতখানি বিকাশ ঘটছ, মনর বিকাশ তত ঘটনি । তার মনুষ্যত্বর শৈশব ঘাচনি বলই তার জীবন পিসিমার প্রভাব অস্তিত্বর শিকড়র মতা চারিয় গিয়ছিল, তাক স উৎপাটন করত পারনি । পিসিমার এক ডাক ঐ শিকড়র প্রান আকর্ষণ অগুভব কর এবং ‘রবি চল আয়’ আহ্বান সুড় সুড় কর বরিয় যায় । এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কাহিনির চমকপ্রদ পরিসমাপ্তি ঘটছ ।

তথ্যচূষক

- ১) নন্দকিশোর ছিলেন লন্ডন যুনিভার্সিটি থক পাস করা ইঞ্জিনিয়ার । রলওয় কাম্পানির দুটা বড়া ব্রিজ তৈরি করার কাজর মধ্য উনি ঢুক পড়ত পরছিলন । তাঁর পদবি মল্লিক ।
 - ২) নন্দকিশোর থাকতন শিকদার পাড়া গলির একটা দাতলা বাড়িতা ।
 - ৩) নন্দকিশোর য ময়টিক একটি আংটি পরিয় দিয়ছিল, তার নাম সাহিনী । পশ্চিমি ছাঁদর সুকঠার এবং সুন্দর তার চহারা ।
 - ৪) নন্দকিশোর-সাহিনীর একটি ময় আছ । নাম নীলিমা । ময়টি স্বয়ং সটিক বদল কর নিয়ছ নীলা । ময়টি একবার ফুটফুট গৌরবর্ন । ওদর পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থক এসছিল । ময়টির দহ ফুটছ কাশ্মীরি শ্বতপদার আভা ।
- মনাথ চাঁধুরী রবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক ।

রবতীক জন্ম দিয়ই ওর মা মারা যান । বরাবর রবতী পিসির হাত মানুষ । ওর পিসির আচরনিষ্ঠা একবার নিরটা ।

রবতী যখন সরকারর বৃত্তি নিয় কমব্রিজ যাব স্থির কর, তখন পিসিমা ভবছিল রবতী চলছ মমসাহবক বিয় করত ।

সাহিনী তার ময়ক নিয় রবতীর সঙ্গ দখা করার জন্য মাটির লঞ্চ কর উপস্থিত হয় বাটানিকাল । সাহিনী তখন তার ময়ক পরিয়ছ নীলচ সবুজ বনারসি শাড়ি, ভিতর থক দখা যায় বাসন্তী রঙর কাঁচুলি । কপাল তার কুঙ্কমর ফাঁটা । সূক্ষ্ম একটু কাজলর রখা

চাখ । কাঁধর কাছ বুলপড়া গুচ্ছকরা খাঁপা । পায় কালা চামড়ার উপর লাল মখমলর কাজ করা স্যান্ডল । আকাশনিম- বীথিকার তলায় রবতী রবিবার যখন কাটায় সখান সাহিনী এস তাক ধর। নীলাক তখন সাহিনী বসিয়া রখছিল স্টিমলঞ্চ ।

রবতী ম্যাগনটিজম্ নিয় কাজ করছন ।

নন্দকিশার ক্রনামিটারটি আনন জার্মান থক ।

রবতীক নীলা বল খুদ সার আইজাক নিউটন ।

নীলা রবতীক জাগানী ক্লাবর প্রসিডেন্ট করার জন্য একটা সই চাই । ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবর পট্টন । মট্রাপলিটন ব্যাঙ্কর তিনি ডাইরেক্টর ।

রবতী নীলার আমন্ত্রণ চায়র সভায় চারট পঁয়তাল্লিশ মিনিট গিয়া হাজির হয়। ফ্যাশনবল সাজন্তর দখল নই । পর এসছ জামা আর ধুতি । কাঁধ বুলছ একটা পাট করা চাদর । সভা বসছিল বাগান ।

নীলার কথা মত ডক্টর ভট্টাচার্যর দাষ উনি আসল কথাটা জার কর বলত পরন না ।

রবতী ভট্টাচার্যর নিমন্ত্রণ সাক্ষাভাজ হয় নামজাদা রস্তারাত । সখান টাস্ট প্রাপাজ করত উঠছ বন্ধুবাহারী ।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

ওঁর নিজর কাজ কর্তরা ওক জীনিয়স বলত , নিখুদ হিসাবর মাথা ছিল তাঁর । বাঙালি বলই তাঁর উপযুক্ত পারিশ্রমিক জাটনি।’
- তাঁর = নন্দকিশার ।

‘এক রকমর শখ মানুষক পয় বস সটা মাতলামির মতা’ - ‘ল্যাবরটরি’ গল্পর অংশ ।

‘আমার জন্মস্থান শয়তানর দৃষ্টি আছ, - আমার = সাহিনীর

‘অনক পুরুষকই আমি ভুলিয়ছি । কিন্তু আমার উপরও টক্ক দিত পার এমন পুরুষ আজ দখলুম’ - আমি / আমার = সাহিনী ।

‘গরজটা যারই হাক, বন্ধুতটাই তা লাভ ’ । - ‘ল্যাবরটরি’ গল্পর অংশ ।

‘তুমি সই ছদ্মবশী সানার ঢলা’ - তুমি = সাহিনী ।

‘বাধ হয় ময়জাতটার পরই আপনার বিশেষ একটু কৃপা আছ’ । - অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী ।

‘আমার ময়রা দখবার - ছাঁবার মতা জিনিস না পল পুজা করবার থই পাইন’ ।-‘ল্যাবরটরি’ গল্পর অংশ ।

‘গায় আমার দাগ লগছ কিন্তু মন ছাপ লাগনি’ ।-‘ল্যাবরটরি’ গল্পর অংশ ।

‘সত্যি কথা বলিয় নবার লাক থাকল বলা সহজ হয়’ ।-‘ল্যাবরটরি’ গল্পর অংশ ।

‘এ হচ্ছ মরা কাঠ কাঠঠাকরার ঠাকর দওয়া’ ।-‘ল্যাবরটরি’ গল্পর অংশ ।

‘মন রাখিস মস্ত প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব’ ।-অধ্যাপক চাঁধুরি > রবতী ।

‘আমি বাঙ্গালির ময় নই, ভালাবাসা নিয় কবল চাখর জল ফল কান্নাকাটি করি ন । ভালাবাসার জন্য প্রাণ দিত পারি, প্রান নিত পারি’ ।-আমি = সাহিনী ।

‘ভয় কন করব, শ্রদ্ধা করি’ ।-সাহিনীক রবতী ।

‘নারীহরন, পানিগ্রহনর চয় ভালা ।’ বক্তা = সাহিনী ।

‘বাকা পুরুষদর নাক দড়ি দিক চালিয় নিয় বড়ানা সহজ ।’ -বক্তা = অধ্যাপক চাঁধুরি ।



teachinns
Text with Technology

- ১) ‘নিশীথে’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় যে পত্রিকায় -
 ক) হিতবাদী (বৈশাখ , ১৩০৫) খ) সবুজপত্র (মাঘ , ১৩০১)
 গ) ভারতী (বৈশাখ , ১৩০৫) ঘ) মাধনা (মাঘ , ১৩০১)
- ২) ‘ ও -ক ? ও -ক ? ও -ক -গা ? ‘- উদ্ধৃতাংশটি -য গল্পের অন্তর্গত
 ক) নিশী-থ খ) দুরাশা
 গ) জ্বর পত্র ঘ) ল্যাব-রটরি
- ৩) কালিদাস-র -য -শ্লোকটি দক্ষিণাচরন বাবু -শানা-ত যান -
 ক) সচিব : গৃহিনী সখীমিথঃ খ) গৃহিনী সচিবঃ সখীমিথঃ
 প্রিয়শিষ্যা ললিত কলবিধা
 গ) গৃহিনী গৃহমুচ্চ-ত ঘ) -কানটি সঠিক নয়
- ৪) ‘দুরাশা গল্পের গল্পকথক নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী বেগমসাহেবকে যেখানে দেখেন -----
 ক) দার্জিলিং-র ক্যালকাটা -রাড খ) দার্জিলিং-র -সেন্ট ল-রন্স -রা-ড
 গ) কলকাতার ফিডার -রা-ড ঘ) কলকাতার এলগিন্স -রা-ড
- ৫) ‘আমার জীবন-র আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়া-ছ’ ---- কার জীবন-র কাহিনীর কথা বলা হ-য়-ছ ----
 ক) নূর - উন্নীসা খ) -কশর লাল
 গ) কথক ঘ) -কানটিই না
- ৬) নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ - অশুদ্ধ বিচার ক-র সং-কত -থ-ক সঠিক উত্তর নির্বাচন ক-রা ---
 ক) নবাব পুত্রী বেগম সাহেবের একটি হিন্দু বাদি ছিল
 খ) হিন্দু বাদিটি মা-বা মা-বা ব্রাহ্মন -ভাজন করি-য় দক্ষিণা দিত
 গ) -কশরলাল ঠাকুর স-ক-ল-র গৃ-হ অন্নগ্রহণ এবং দানপ্রতিগ্রহ কর-তন
 ঘ) নবাবপুত্রী তাঁর হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ব্যবহার শুনেন ছিলেন ।
- সং-কত
- | | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| ক) | শুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
| খ) | অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
| গ) | শুদ্ধ | অশুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ |
| ঘ) | শুদ্ধ | শুদ্ধ | শুদ্ধ | অশুদ্ধ |
- ৭। নবাব -গোলাম কা-দর খাঁর কন্যা পরথম -যদিন অন্তঃপুর -থ-ক বাহি-র আ-সন তখন তার বয়স ছিল ---
 ক) ১৩ বছর খ) ৮ বছর
 গ) ২৬ বছর ঘ) ১৬ বছর
- ৮। ‘জ্বর পত্র’ গল্পটি প্রথম যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ---
 ক) সবুজপত্র(শ্রাবন ১৩২১) খ) ভারতী (বৈশাখ ১৩০৫)
 গ) সাধনা (মাঘ, ১৩০১) ঘ) হিতবাদী(শ্রাবন, ১৩২১)

৯। নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ---

ক) পত্রটিতে সম্বোধন শুরু হয়েছে ‘শ্রীচরনকমলেশু’ বলে। এবং শেষ হয়েছে তোমাদের চরনতলাশ্রয় ছিন্ন বলে।

খ) ম-জা বউ -এর বিবাহ হ-য়-ছ প-ন-রা বছর

গ) মৃনা-লর ও তার ভাই এর শিশুবয়-স সান্নিপাতিক জু-র মৃনা-লর ভাইমারা যায়।

সং-কত

ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
খ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

১০। মৃনা-লর যখন বি-য়ের সম্বন্ধ হয় তখন তার বয়স ---

ক) দশ

খ) এগা-রা

গ) বা-রা

ঘ) -ত-রা

১১। ‘সন্ধ্যাতারার ম-তা ক্ষনকা-লর জ-ন্য উদয় হ-য়ই অস্ত -গল’ --- কি-সর কথা বলা হ-য়-ছ ---

ক) মৃনা-লর ভাই

খ) মৃনা-লর -ম-য়

গ) মৃনা-লর বাবা

ঘ) মৃনা-লর মা

১২। মৃনালের শ্বশুরবাড়ির উত্তরদিকে পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে যে গাছ জন্মেছিল ---

ক) আমগাছ

খ) গাবগাছ

গ) জামগাছ

ঘ) -তঁতুল গাছ

১৩। মৃনা-লর -ছা-টা ভাই এর নাম---

ক) শরৎ

খ) -হমন্ত

গ) নলিনী

ঘ) রামু

১৪। ‘আম-ক -তামরা তা হ-ল নিতান্তই তাগ কর-ল’ --- উক্তিটি কার ?

ক) মৃনাল

খ) শরৎ

গ) বিন্দু

ঘ) -কা-নাটিই না

১৫। ‘হৈমন্তী’ গ-ল্প গল্পকথ-কর নাম ---

ক) শিশির

খ) শরৎ

গ) অপু

ঘ) বনমালী

১৬। ‘হৈমন্তী - অপূর ’ বিবা-হর যিনি ঘটকালী ক-রন --

ক) -গাঁরী শংকর

খ) নলিনী

গ) বনমালী

ঘ) নিশানায়

১৭) নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ - অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো -

- a) হৈমন্তীর বিবাহ-গরীশংকরবাবু প-ন-রা হাজার টাকা নগদ এবং তিন হাজার টাকা গহনা -দন।
 b)-গরীশংকরবাবু রাজসংসা-র শিক্ষা বিভাগ-র অধ্যক্ষ।
 c)রাস উপলক্ষ্য -দ-শর কুটুম্বর অ-পু-দর কলকাতার বাড়ি-ত এ-স উপস্থিত হয়।
 d)অপুর মা ব-লন হৈমন্তীর বয়স বা-রা ফাল্গুন -ত-রায় পা -দ-ব।

সং-কত

	a)	b)	c)	d)
ক)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ

১৮) হৈমন্তীর জন্য ডাক্তার বিধান দেন -

- ক) বায়ু পরিবর্তন খ) হাঁটা-ফরা
 গ) নিরামিষ -ভাজী হওয়া ঘ) সবগুলিই সঠিক

১৯) ‘ ল্যাব-রটরি গলপটইর পর্বসংখ্যা হল -

- ক) ১১ খ) ১২
 গ) ১৩ ঘ) ১৪

২০) নন্দকিশোর যেখানকার ইউনিভার্সিটি থেকে পাশকরা ইঞ্জিনিয়ার -

- ক) প্যারিস খ) লন্ডন
 গ) ফ্রান্স ঘ) ইতালি

২১) নন্দকিশোর -য -ম-য়টি-ক আংটি পরি-য় দি-য়ছিল -

- ক) -সাহিনী খ) নীলা
 গ) আইমা ঘ) -কানটিই সঠিক নয়

২২) নন্দকিশোর - -সাহিনীর -ম-য়ের নাম ----

- ক) নীলিমা খ) রাইমা
 গ) রীনা ঘ) অরুনিমা

২৩) সাহিনী নীলাকে নিয়ে রেবতীর সঙ্গে দেখা করা-নার জন্য -যখা-ন আ-স ----

- ক) -বাটানি-কল খ) চিড়িয়াখানায়
 গ) দক্ষি-নশ্বর ঘ) কালীঘাট
 উ:-

২৪) -সাহিনী বর্মা -থ-ক -কান ফুলগাছ এ-নছিল ব-ল -রবতী-ক জানায় ---

- ক) ক্লোয়াইটানিয়ান্দ খ) ফ্লাইস্কফ
 গ) গ্রান্ডি-ফ্রায়া ঘ) এলামুন্ডা

২৫) ‘ক্লোয়াইটা নিয়ার্কে’ এর লাতিন নাম ----

- ক) মা-য়ালিয়া খ) মি-লনিয়া
 গ) মি-লটিয়া ঘ) শিপটন

২৬) মন্মথ -রব-তী-ক ল্যাব-রটরির -কান -কান জিনিস -দখায়----

- ক) গ্যালভা-নামিটার খ) ভ্যাকুয়াম পাম্প
গ) মাইক্রোফোটোমিটার ঘ) সবকটি সঠিক

২৭) রবীন্দ্র ছোটগল্প অবলম্বনে কিছু মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হল। শুদ্ধ বিচার করে সঠিক উত্তর নির্বাচন কর।

- a) দক্ষিণারঞ্জন বাবুর প্রথম স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করেন।
b) ‘দুরাশা’ গল্প কালিদাসের -মঘদূত-কুমারসম্ভব-র কথা আ-ছ
c) অপূর্ণ গৃহের পশ্চিমদিক মল্লিকদর বাগা-ন ফাল্গুন গাছ হলুদ ফুলে আচ্ছন্ন।
d) মৃনা-লর বড় জা-য়ের -বান হল বিন্দু

সং-কত

	a)	b)	c)	d)
ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ



teachinns
Text with Technology

Answers

Question No.	Answer
১	খ
২	ক
৩	খ
৪	ক
৫	ক
৬	ক
৭	ঘ
৮	ক
৯	ক
১০	গ
১১	ঘ
১২	ঘ
১৩	ক
১৪	গ
১৫	গ
১৬	গ
১৭	ক
১৮	ক
১৯	গ
২০	খ
২১	ক
২২	ক
২৩	ক
২৪	ক
২৫	গ
২৬	ঘ
২৭	ক

Previous Year Question

১) ‘পুনশ্চ’ কাব্যের চারটি কবিতার নাম এবং সেগুলি যে পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দুটি তালিকায় তা প্রদত্ত হল।
উভয় তালিকার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর।

NET June, -2019

প্রথম তালিকা	দ্বিতীয় তালিকা
a) মানব পুত্র	i) পরিচয়
b) পুকুর ধা-র	ii) কবিতা
c) ছুটি	iii) প্রবাসী
d) চিররূ-পর বানী	iv) বিচিত্রা

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	iii	i	iv	ii
গ)	iv	iii	ii	i
ঘ)	ii	i	iv	iii

২) ‘চতুরঙ্গ উপন্যাসে হরিমোহন ভরা কলির দুর্লক্ষন দেখে খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখে দিস্তাখানেক কাগজ করেছিলেন কারন:-

Net June -2019

- ক) জগ-মাহন ননি-ক গৃ-হ স্থান দি-য়ছি-লন
খ) দরিদ্র মুসলমান-দর জন্য জগ-মাহন আপন গৃ-হ -ভা-জনর আ-যাজন ক-রছি-লন,
গ) জগমোহন প্লেগ আক্রান্ত রোগীদের ফেলে অন্যত্র যেতে চাননি।
ঘ) শচীশ ভট্টা ননিবালা-ক বিবা-হ সম্মত হ-য়ছি-লন।

৩ রবীন্দ্রনাথ-র পাঠ্য গল্প-র অনুসরণ ক-য়কটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর।

Net June -2019

‘নিশী-থ’ গল্প দক্ষিণাচরন তাঁর স্ত্রী-ক নি-য় মু-সারি-ত গি-য়ছি-লন।

‘স্বীর পত্র’ গল্পে পুরীর গাড়ীতে বিন্দুকে তুলে দেবার কথা ছিল বুধবার

‘হেমন্তী’ গল্পের কথক তাঁর স্ত্রীর জন্য -শাখিন বাঁধাই করা ফরাসী কবিতার বই কিন এ-নছিল।

ল্যাব-রটরী গল্পের -রবতী রবিবার কাটায় নিম্ন বীথিকার তলায়।

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	স্ব

৪. 'অচলায়তন' নাটকে পঞ্চকের একটি সংলাপ আছে:-

Net June -2019

ক) দুটি সুপুরি আর দু মাষা -সানা

খ) পাঁচটি সুপুরি আর -দড় মাষা -সানা

গ) চার-ট সুপুরি আর এক মাষা -সানা

ঘ) তিন-ট সুপুরি আর আধ মাষা -সানা

৫ রবাইন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটক অনুসরণ করে একটি মন্তব্য ও তাঁর সমর্থনে একটি যুক্তি দেওয়া হল। সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ কর।

Net June -2019

মন্তব্য - উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হ-য় উঠ-ব।

যুক্তি : কেননা নন্দিসংকটের পথ বন্ধ করা আছে। সংকেত

ক) মন্তব্য শুদ্ধ কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ

খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই ই অশুদ্ধ

গ) মন্তব্য ও যুক্তি দুইই শুদ্ধ

ঘ) মন্তব্যটি অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ



teachinns
Text with Technology

Answer with Reference

Question No.	Answer	Reference
১)	ক)	Unit-1 দ্রষ্টব্য কাব্য পুনশ্চ
২)	খ)	Unit-2 উপন্যাস চতুরঙ্গ
৩)	খ)	Unit-3 রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ ‘নিশীথে’, ‘স্বীর পত্র’ ‘হৈমন্তী’ ‘ল্যাব-রটরি’র বিষয়বস্তু পা-টর প্র-স্বাজন
৪)	গ)	Unit - 4 Sub unit - 4.1 দ্রষ্টব্য নাটক - অচলায়চন
৫)	ক)	unit - 4 Sub unit - 4.2 নাটক - মুক্তধারা



teachinns
Text with Technology

SUB UNIT -4

নাটক ৪.১

আচলায়তন

[১৯১২ - শিলাইদহ -লখা]

‘রাজা’ নাটক -লখার সাত আট মাস পর ‘আচলায়তন’ রচিত হয় ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার বিলাত-গি-য়-সখানকার গৃহসংসার পরিমন্ডল গান ও অভিনয় আনন্দচর্চার আশ্বাদ-প-য় স্ব-দ-শ ফি-র এস নি-জ-দর পরিবা-র-সই আনন্দ-পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন । এই সুদ্রেই তাঁর রীতিমত নাটক রচনার প্রয়াস । পারিবারিক পরিবেশে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই ‘বাল্মীকি -- প্রতিভা’র রচনা । (প্রকাশকাল --- ফাল্গুন ১২৮৭) বন্ধন অসহিষ্ণু, মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বের নির্দিষ্ট নাটকের সঞ্চরণের রীতি ও নিয়ম আতিক্রম করে নাট্য রচনা শুরু করেছিলেন । রবীন্দ্র প্রতিভা প্রধানত কাব্যধর্মী। ‘খেয়া’ যুগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে নাটকগুলি লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে গীতিকাব্যের প্রভাব পরিস্ফুট । ‘খেয়ার’ পর থেকে গীতাজলি’র যুগ থেকে কবি মন রূপ-থ-ক অরু-পর রাজ্য , বিশ্ব-থ-ক বিশ্বাতী-তর প-থ অগ্রসর হল । তখন থেকে রূপক তত্ত্বময় নাটকগুলির সূচনা হয়েছে । আমাদের আলোচ্য ‘আচলায়তন’ (১৯৯৮) নাটকটি রূপক ও সাঙ্কেতিক পর্যায়ে নাটকের অন্তর্গত । রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সাঙ্কেতিক নাটক বাংলা সাহিত্যে ছিল না তার পরেও এই নাটক আর লেখা হয়নি । এই নাট্যরীতি তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন এমন অনুমান অসঙ্গত নহে ।

‘আচলায়তন’ নাটক-র বিষয়বস্তু এইরকম :- অচলায়তন নামের একটি আশ্রমে কতকগুলি শিক্ষার্থী এবং আচার্য , উপাচার্য , উপাধ্যায় , অধ্যাপক মহা পঞ্চক প্রভৃতি বাস করে । উঁচু প্রচীর দিয়ে আশ্রমটি ঘেরা - ভত-র-লাহার দরজা। -কা-না বাই-রর লোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ । এখানকার ছাত্ররা কেবল নানা মন্ত্র মুখস্থ করে , তত্ত্বানুসারে বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড করে ,শাস্ত্রের বচন অনুসারে জীবন যাপন করে । সামান্য একটু নিয়ম লঙ্ঘনে মহাপাতকের ভয়া ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবন এখানে কঠিন নিয়ম ও নিষ্ঠার বাঁধ-ন দৃঢ়ভাবে বাঁধা । অতি প্রচীন এই প্রতিষ্ঠান । ছাত্রদের মধ্যে পঞ্চম নামে একটি ছাত্র ছিল , সে প্রানের সঙ্গে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না । সে মন্ত্র মুখস্থ করতে পারে না , এই আশ্রমে জীবনে সে কোনো আনন্দ পায় না । তার কথা ও ব্যবহার-র সর্বদা অনিয়ম ও বি-দ্রাহ ।

এই আচলায়তনের উত্তর দিকে আছে একজটা -দবীর মন্দির । -সই মন্দির-র দি-কর জানালা -খালা নি-ষধ । আশ্র-মর এক বালক শিক্ষার্থী সুভদ্র কৌতূহলবশত সেই জানালা খুলেছে । তাই আশ্রমের মধ্যে নিয়মভঙ্গার হৈ-চৈ প-ড -গ-ছ । সুভদ্রর পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে তাই নিয়ে সবাই ব্যস্ত । কিন্তু পঞ্চক বলে এতে কোনো পাপ নেই । সে সুভদ্র -ক আশ্বাস -দয় । এই আয়তনের সর্বাধ্যক্ষ আচার্য বহুকাল থেকে ক্রিয়াকাণ্ড , তত্ত্বমন্ত্র নিয়ে ব্যাপৃত আছেন , কিন্তু এই নিরবিচ্ছিন্ন ব্রত , উপবাস , প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্রাভাসে তিনি অন্তরে কোনো আনন্দ ও শান্তি পাচ্ছেন না । তিনি ছাড়তেও পারছেন না অথচ একে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারছেন না । সুভদ্রর প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে আচার্য বিধান দিলেন সুভদ্রকে আশীর্বাদেই তার মঙ্গল হবে । মহাপাতকের দলের মনে হল আচার্য সনাতন ধর্ম বিনাশ করছেন তাই আচার্য ও পঞ্চককে নির্বাসন দেওয়া হল । তারা দুজনে দর্ভক পল্লীতে আশ্রয় নিল ।

অচলায়তন-র বাই-র -শান পাংশু-দর বাস ও প্রাচী-রর এক-কা-ন দর্ভকপল্লী উভ-য় অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ । -শান পাংশুরা কর্ম-পাগল , দাদা ঠাকুর-ক নি-য় তারা মাতামাতি ক-র । আবার দাদাঠাকুর দর্ভক-দর গোসাই তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র। বহুদিন থেকে আচলায়তনে গুরুর আসার কথা। এমনসময় দাদাঠাকুরই গুরুরূপে আবির্ভূত হলেন । সঙ্গে তাঁর অস্ত্রধারী শোন পাংশুর দল । বহুদিনের উঁচু প্রাচীর গুরুর আদেশে ভেঙ্গে ফেলা হল। আকাশের অর্পাশ্রু আলো বাতাস এসে অচলায়তনে প্রবেশ করল । গুরু নতুন ভাবে অচলায়তনের পূর্ণগঠন করলেন । তিনি পঞ্চককে নির্বাসন থেকে ডেকে আনলেন । মহাপঞ্চককে ও বাদ দিলেন না । মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের হাতেই অচলায়তনকে নতুন করে গড়ার ভার দিলেন। এইভাবে অচলায়তনে জ্ঞান , কর্ম ও ভক্তির যোগে আনন্দ নিকেতনে পরিনত হল ।

এই নাটক সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-র মন্তব্যও প্রণিধান-যোগ্য ---

“ আমা-দর পাপ আ-ছ বলিয়াই শান্তি আ-ছ --- যত লড়াই ওই শান্তির সঙ্গে, আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি । আমার পক্ষ প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়া-ছ । আমা-দর সমস্ত -দশব্যাপী এই বন্দিশলা-ক একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভা-লাবাসি-ত -চেষ্টা করিয়াছি , কিন্তু তাহা-ত অন্তরাআ তৃপ্তি পায় নাই । অচলায়তন-ন আমার -সই -বদনা প্রকাশ পাইয়া-ছ । শুধু -বদনা নয়, আশাও আ-ছ ”।

[রবীন্দ্র রচনাবলী -- ১১শ খন্ড পৃঃ ৫০৬ -৫১০]

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ‘অচলায়তন’ নাটক-র দৃশ্যসংখ্যা ৬টি

প্রথম দৃশ্য -- অচলায়তন-র গৃহ

দ্বিতীয় দৃশ্য -- পাহাড় মাঠ

তৃতীয় দৃশ্য -- অচলায়তন

চতুর্থ দৃশ্য -- দর্ভকপল্লী

পঞ্চম দৃশ্য -- অচলায়তন

ষষ্ঠ দৃশ্য -- দর্ভকপল্লী

- ‘অচলায়তনে’ নাটকটির উৎসর্গপত্র রচনা করেন শিলাইদহে বসে ১৫ আষাঢ় ১৩১৮ সালে । উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ :
আন্তরিক শ্রদ্ধার নির্দশন -স্বরূপ এই অচলায়তন নাটকখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম ।

পত্রিকায় প্রকাশকালে এই উৎসর্গপত্রটি রচিত হয় কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এই উৎসর্গপত্রটি বর্জিত হয় ।

- নাটক-র গা-নর সংখ্যা -- ২৩টি

- ‘অচলায়তন’ নাটকের চরিত্রগুলি হল : পঞ্চক , মহাপঞ্চক , সুভদ্র , ছাত্রদল -- বিশ্বম্ভর , সঞ্জীব , জয়োত্তম , বালকদল , তৃণাঙ্গন , উপাধ্যায় , আচার্য , উপাচার্য , শোনপাংশুর দল , দাদাঠাকুর , রাজা , পদাতিক , দর্ভকদল ।

- অচলায়তন নাটক সম্পর্ক -লখ-কর নি-জর ও সমা-লাচক-দর মতামত।

“ ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে -দয় ... ধর্ম যখন র-সর বর্ষা না-ম তখন ... -সই পূর্ণতায় সকল-ক মিলি-য় দি-ত চায় ”।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

“ . . নাটক-র বিষয়বস্তু ছাড়াও কবি ম-নর পশ্চাদভা-গর একটি ধারণা বা চিন্তা এই নাটক-র ম-ধ্য প্রতিফলিত হইয়া-ছ বলিয়া ম-ন হয় । তাহা কবির ইতিহাস -চতনা বা সমাজসমস্যা -চতনার রূপ ”।(উ-পদ্মনাথ ভট্টাচার্য)

- ‘অচলায়তন’ নাটো কবি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্কীর্ণতার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে । এই নাটোর নামকরন ইহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ”।
(সু-বাধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

-

- “অচলায়তন-র কাহিনী-ত রূপক ও রূপকথা জড়াইয়া আ-ছ । ইতিহা-সর -কা-না ঘটনার ও ব্যক্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক -নই । -বীদ্ধ -অ-বীদ্ধ -কান পুরানকাহিনী অথবা প্রাচীন আধুনিক -কান গল্প অবলম্ব-ন নাটককাহিনী পরিকল্পিত নয় ”।

- রবীন্দ্রনাথ ‘অচলায়তন’ এর পঞ্চক ও মহাপঞ্চক নাম দুটি এবং কাহিনীর যৎসামান্য সূত্র সম্ভবত পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ‘(The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal , গ্রন্থ-র story of panchak)’ -থ-ক

- নাটকটি পঞ্চকের ‘তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে’ গান দিয়ে শুরু।
- পঞ্চকের সংলাপ দিয়েই নাটকটি শেষ হয়েছে।
- সুভদ্রা অচলায়তনের উত্তর দিকের জানালা খুলে বাইরটা দেখে ফেলেছিল। এই জানালা তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বন্ধ ছিল।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-র প্রথম নাটক ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ (১৮৮১)
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-র প্রথম যথার্থ সাং-কতিক নাটক রাজা (১৯১০)
- রবীন্দ্রনাথ ‘অচলায়তন’ নাটকটি নাম হিসেবে ‘গুরু’ নামটিকে পছন্দ করেছিলেন এর প্রমাণ মেলে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-র লেখায় :
“প্রথম-যদি অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, -সদিনই উহার নাম গুরু রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অচলায়তন নামটি-কই অধিক সমর্থন করা-ত তাহাই বহাল থাকিয়াছিল”।
- ‘অচলায়তন’ প্রকাশের ছয় বৎসর পরে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে সহজ অভিনয় যোগ্য করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির কিছু পরিবর্তন ও বর্জন করে ‘গুরু’ শিরোনাম রূপান্তরিত করেন। এর ভূমিকায় তিনি লেখন -
“সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি ‘গুরু’ নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল”।



teachinns
Text with Technology

- 61

- ১২। ‘ক্রিয়াসংগ্রহ’ যার লেখা
 ক) কুলদ-ভর খ) ভরদ্বাজ মি-শ্র
 গ) আচা-র্যর ঘ) উপাধ্যা-য়র
- ১৩। ‘উনি আমা-দর সব দ-লর শতদল পদ্ম’ ---- যার কথা বলা হ-য়-ছ
 ক) -গাঁসাই ঠাকুর খ) দাদাঠাকুর
 গ) গুরুঠাকুর ঘ) বাবাঠাকুর
- ১৪। ‘উতল ধারা বাদল ক-র ’ --- গানটি যারা -গ-য়-ছ
 ক) -শানপাংশুরা খ) অচলায়ত-নর বালকরা
 গ) পঞ্চক এবং মহাপঞ্চক ঘ) দর্ভকরা
- ১৫। ‘আমরা চাষ করি আন-ন্দ’----
 ক) -শানপাংশুরা খ) অচলায়ত-নর বালকরা
 গ) সঞ্জীব এবং বিশ্বম্ভর ঘ) দ্বিতীয় -শানপাংশু
- ১৬। ‘হা-র -র -র -র -র ’ --- গানটি -য -গ-য়-ছ ।
 ক) সঞ্জীব খ) পঞ্চক
 গ) প্রথম বালক ঘ) দ্বিতীয় -শানপাংশু



teachinns
 Text with Technology

Answers

Question No.	Answer
১	ঘ
২	ঘ
৩	ক
৪	ঘ
৫	ঘ
৬	ঘ
৭	ঘ
৮	ঘ
৯	ঘ
১০	গ
১১	খ
১২	ক
১৩	ঘ
১৪	ঘ
১৫	ক
১৬	ঘ



teachinns
Text with Technology

৪.২

মুক্তধারা

[প্রকাশকাল - ১৯২২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবতার বন্ধন মুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী। পরিপূর্ণ মানবতার পূজারী তিনি। যেখানে ধর্মের শুষ্ক আচার ও মিথ্যা ভয় দ্বারা মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে, সমাজের যুক্তিহীন, হৃদয়হীন রীতি নীতি দ্বারা মানবত্বা পীড়িত-সখা-নই কবির মনোগত আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ১৯১৮ সাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হয়। মহাযুদ্ধের সংবাদে কবি চিত্ত খানিকটা আলোড়িত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল ‘ক্রন্দনের কলরোল’ ও ‘লক্ষ বক্ষ হইতে মুক্ত রক্তের কল্লোল’ এর মধ্য দিয়ে দেখা দেবে নূতন উষার স্বর্নদ্বার। কিন্তু কবির আশা ব্যর্থ হল। যুদ্ধোত্তর জগতে নূতন উষার স্বর্নদ্বার খুলল না মৃত্যুসিঙ্কুমস্থ-ন মানুষের ভাগ্যে অমৃত উঠল না ‘মুক্তধারা’ ও পরবর্তী নাটক ‘রক্তকরবীতে এই যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকাই রবীন্দ্রনাথের মানস পটভূমি।

‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (বৈশাখ- ১৩২৯) ‘মুক্তধারা’ (১৯১২) নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাকে -ভ-ঙ গ-ড় বারবার নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রেও নাটকের পূর্বসূত্র ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকেও অনুভব করা যায়। নাটকটি-ক প্রথম তিনি ‘পথ’ নামে অভিহিত করছিলেন। এই পথ জীবন-র নিরন্তর অগ্রসর হওয়া ---- অবিরাম চলার প্রতীক। রানু অধিকারীকে একটি পত্রে (৪ মাঘ, ১৩২৮) তিনি লিখেছিলেন।---

“ আমি সমস্ত সপ্তাহ ধর একটি নাটক লিখছিলাম --- শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি এ নাটকটি প্রায়শ্চিত্ত নয়, এর নাম ‘পথ’। এতে কেবল ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই”, -শুধু চরিত্র নয়, ভাবনায় ও উপস্থাপনায় মুক্তধারা একটি অভিনব নাট্যপ্রয়াস।

মুক্তধারা নাটকে উগ্রজাতীয়তাবাদ, পররাজ্য -লালুপ রাষ্ট্রনীতি এবং যন্ত্রসভ্যতার আশ্ফালন নগ্নভাবে ফুট উঠেছে। শুধু ভারতবর্ষ নয় ইউরোপ -এশিয়া-আমেরিকার মানুষেরও মরনরনবাঁচ-নর সমস্যার শুভ সমাধান-র সংকত নাটকটি-ত আ-ছে। মানুষের সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থচেতনা ও বনিকবৃত্তি পৃথিবীর বুকে যে পীড়ন চালিয়েছে, তার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও কল্যাণ -প্ররনা একদিন জাগ্রত ও জয়ী হ-ব। মানুষ যন্ত্রের দাস না হ-য় যন্ত্র মানুষের দাস হ-ব-এটা ই মুক্তধারা নাটকের মর্মকথা।

মুক্তধারার বিষয়বস্তু এইরূপ:-

উত্তরকূটের রাজা রনজিৎ বিজিত অথচ বিদ্রোহী শিবতরাই জনপদের প্রজাদের আয়ত্তে আনতে না পেরে রাজ্যের জনসরবরাহ-র পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। মুক্তধারা বরনা এতকাল তাদের পিপাসিত কণ্ঠ ও চাষের ক্ষেত সরস করে রেখেছিল, কিন্তু যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরে চেষ্টায় এক বিরাটাকায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ নির্মান করে সেই মুক্তধারাকে বেঁধে ফেলেছে। শিবতরাই এর পিপাসা ও চাষের জল চিরত-র রুদ্ধ হ-য়-ছে।

শিবতরাই এর প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে দু বছর খাজনা বন্ধ করে দিয়েছে। দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তারা কোনোমতে খাবার অন্ন জোগাড় করেছে। উদ্ধৃত না থাহায় খাজনা দিতে পারছে না। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা যুবরাজ অভিজিৎকে দায়িত্ব দি-য়ছিল প্রজা-দের ব-শ আনার জন্য। কিন্তু অভিজিৎ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। স চিরদিন-র ম-তা শিবতরাই এর বাসিন্দা-দের উত্তরকূটের অন্নজীবী হয়ে থাকার দুর্গতি থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তার জন্য যুবরাজ বহুকালের রুদ্ধ নান্দিসংকটের পথ কেটে দিয়েছেন। যে পথ দিয়ে শিবতরাই এর পশম বিদেশের বাজারে বিক্রি হয়ে অর্থসমস্যার সমাধান করতে পারে। যুবরাজের এই কাজে উত্তরকূটের স্বার্থান্বেষী প্রজারা ক্ষেপে উঠেছে। যুবরাজ অভিজিৎকে রাজা সরিয়ে দিলেন। তবুও ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে উগ্র প্রজারা খাজনা না দিতে বন্ধপরিকর রইল। এই বিদ্রোহী প্রজাদের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য মুক্তধারার বাঁধ নির্মান করা হয়েছে। এই বাঁধ বাঁধবার জন্য অর্থব্যয় ও প্রাণব্যয় ক-র যন্ত্র নির্মান করা হ-য়-ছে। বিরাট দৈত্যের ম-তা যন্ত্র সগ-র্ব আকাশ মাথা উঠু ক-র দাঁড়ি-য় আ-ছে।

পরিশেষে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি - পথে অবিশ্রাম লোকের আনাগোনা। এমন সময় মুক্তধারার জলস্রোতের শব্দ -শানা -গল-যেন ‘অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল খিল করে হেসে উঠল’ সকলেই বুঝল মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছে - মুক্তধারা ছুটছে। সুতরাং মানব জীবনের অব্যাহত, স্বচ্ছন্দ, অবিরাম গতিই মুক্তধারা। এই রুদ্ধ অবস্থা জীবনের বিকৃত ও অসত্য রূপ, সর্ববন্ধনমুক্ত গতিই জীবনের স্বরূপ, মুক্তধারাই তার জীবনের প্রতীক। প্রকৃতির উপর অত্যাচার করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যন্ত্র যদি মনুষ্যত্বের অনুকূল না হয় তবে তার ধ্বংসই কাম্য। রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা নাটকে এই কাম্যতাকেই শিল্পরূপ দান ক-র-ছেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ‘মুক্তধারা’ নাটকটি ‘ব্রাহ্মমিশন প্রেস’ থেকে প্রবাসী কার্যালয়ের পক্ষে ১৪-ই আষাঢ় ১৩২৯ বঙ্গাব্দ (২৮-শ জুন ১৯২২) রামানন্দ চ-ট্টাপাধ্যায় নাটকটি গ্রন্থ আকা-র প্রকাশ ক-রন।
- ‘মুক্তধারা’ নাটকটি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ নাটকটির নাম দি-য়ছি-লেন ‘পথ’।
- “এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া।” [‘মুক্তধারার ভূমিকা / রবীন্দ্রনাথ / বৈশাখ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ]
- সমগ্র ‘মুক্তধারা’ নাটকটি পথে সংঘটিত হয়েছে।
- এই নাটকের কোন অঙ্ক এক দৃশ্য বিভাজন -নই ।
- ‘মুক্তধারা’ নাটকে মোট সংগীত রয়েছে চোদ্দটি এর মধ্যে আবার ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান আর একটি জনসাধারণের এবং ভৈরব পত্নী-দর গান র-য়-ছ একটি - যা আংশিক বা সমগ্রভা-ব -মাট আটবার গীত হ-য়-ছ।
- ‘মুক্তধারা’ নাটকের কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ‘The Morden Review’ পত্রিকার মে ১৯২২ সংখ্যায় ।
- রবীন্দ্রনাথ ‘মুক্তধারা’ নাটকটি লেখা শেষ করেছিলেন - শান্তিনিকেতন ১৩২৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংক্রান্তিতে।
- অম্বা হল সুমনের মা। এই সুমন মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে গিয়ে মারা গেছে। এদের গায়ের নাম জনাই।
- নাটকটি শুরু হ-য়-ছ ভৈরব পত্নী সন্ন্যাসী-দর গা-ন -‘জয় ভৈরব , জয় শঙ্কর / জয় জয় প্রলয়ঙ্কর / শঙ্কর শঙ্কর দিয়ে /
- ‘নমোযন্ত্র , নমোযন্ত্র’ গানটি গেয়েছিলেন উত্তরকূটের নাগরিকরা।
- উত্তরকূটের সেনাপতির নাম - বিজয়পাল
- রাজা রনজি-তর শ্যালক হ-লেন - চন্দ্রপাল।
- শিবতরাই-য়র জনতার সর্দা-রর নাম - গ-নশ।
- ভাঙ-নর যিনি -দবতা তিনি সবসময় বড় পথ দি-য় চলাচল করেন না । উক্তটি হল অভিজিতের দূতের
- ‘নমোযন্ত্র , নমোযন্ত্র’ গানটি গেয়েছিলেন উত্তরকূটের নাগরিকরা।
- “প্ৰীতি দি-য় পাওয়া যায় আপন -লাক-ক,পর-ক পাওয়া যায় ভয় জাগি-য় -র-খ” - উক্তিটি করেছিলেন রাজা রনজিৎ।
- ‘ও বল-ল, এই জ-লর শ-ব্দ আমি আমার মাতৃভাষা শুন-ত পাই’-উক্তিটি রাজা রনজিতের
- ‘আমি পৃথিবী-ত এসছি পথ কাটবার জ-ন্য , এই খবর আমার কা-ছ এস -পাঁ-ছ-ছ’ - উক্তিটি যুবরাজ অভিজিতের
- ‘প্রা-নর বদ-ল প্রান যদি না -ম-ল , মৃত্যু দি-য় যদি মৃত্যু-কই ডাকা হয় , ত-ব ভৈরব এত ব-ড়া ক্ষতি সি-বন -কন ?- উক্তিটি বটুকের
- ‘যা কঠিন তার -গীরব থাক-ত পা-র,কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আ-ছ ।’ - অভিজিতের উদ্দেশ্যে সঞ্জয় বলেছে ।